Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশুজাতির মনোবৃত্তি

LIBRARY
No. ....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
LIBRARY
VARANASI

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯২।৮৩ ১১।১৮৭

পশুজাতির মনোবৃত্তি

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষাল
সম্পাদিত

কলিকাতা
১৩৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থারম্ভ :
১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ সন
গ্রন্থ সমাপন :
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সন
গ্রন্থ প্রকাশন :
শিবরাত্রি
২৬শে ফাল্গুন ১৩৬২ সন
প্রথম মুদ্রণ

লিপিকার :
শ্রীবিধুভূষণ ঘোষাল
প্রকাশক :
শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়
সেক্রেটারী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটী :
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর :
শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
৭৯।এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : বার আনা
৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...........
Shri Shy... ...ee Ashram
BANARAS

আমার স্নেহের পাত্রী

শ্রীমতী নিভাননী ঘোষালের

প্রতি

আশীর্বাদ জ্ঞাপন স্বরূপ

এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No..........
Shri Shri ... PRESENTED ... BANARAS

পরিচয়

পূজনীয় গ্রন্থকার বর্তমান গ্রন্থে বানর, কুকুর ও অশ্ব এই তিনটি পশু লইয়া তাহাদের মনোবৃত্তি আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন এবং সেই ঘটনাগুলির উপর স্নায়ুবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী বিচার করিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন—মনুষ্যের ভিতর সাধারণতঃ যেসকল ভাব বা স্থূল স্নায়ুর প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, পশুদিগের ভিতরও অনেকস্থলে সেইরূপ ভাবসকল দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য ও পশুজাতি এক কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং অনেকদূর পর্যন্ত একসাথে চলিয়া পরে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ পশুজাতি নানা কারণে পরিণতি লাভ করিয়া মনুষ্যজাতি হইয়াছে।

বানর হইতে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক পরিণত উৎকর্ষের অচ্ছেদ্যতা দেখাইতে তিনি ভাষা ও স্নায়ুর প্রসঙ্গ উত্থাপন ও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই ভাষাতত্ত্ব ও স্নায়ুতত্ত্ব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চিন্তাশীল পাঠকদের ইহা একটি নূতন পথের সন্ধান দিবে সন্দেহ নাই। তিনি পশুজাতির মনোবৃত্তি অনুসন্ধানে যে নূতন দিগ্‌নির্ণয় করিয়াছেন, ভবিষ্যৎ গবেষকগণ সেই পথ অবলম্বন করিয়া আরও অনেক দূর অগ্রসর হইবেন এই আশা করি।

গ্রন্থটিতে বহু ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, কিন্তু ইহা গল্প শুনিবার বিষয় নহে, ইহা গবেষণার বিষয় এবং চিন্তার ও অনুধ্যানের বিষয়।

গ্রন্থের উপসংহারে প্রাচীন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকার যাহা

CC0, In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দেশ দিয়াছেন তাহা দেশের পক্ষে বিশেষ হিতকারী বলিয়া বিশ্বাস করি। এই বিষয়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাপকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গ্রন্থখানি সম্পাদনার কাজে সাহায্য করায় শ্রদ্ধেয় শ্রীবরেন্দ্রনাথ নিয়োগী এবং আমার বিশেষ সুহৃদ শ্রীসত্যনারায়ণ সেন মহাশয়দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইতি—

বিনীত—
বিধুভূষণ ঘোষাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ১৭
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

পশুজাতির মনোবৃত্তি

॥ বানর ॥

বৃন্দাবনে পূর্বে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম কালাবাবুর কুঞ্জে সদর বাড়ীতে ছিল। স্থানটি বংশীবট—যমুনাতট। যমুনার একেবারে কিনারায় হওয়ায় চারিদিকের দৃশ্য অতি সুরম্য ছিল। আমি কয়েক বৎসর এই সেবাশ্রমে বাস করিয়া নিবিষ্টমনে বানরের ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। বৃন্দাবনে বানরের বড়ই প্রাচুর্ভাব। বোধ হয়, জনসংখ্যা যত, বানরের সংখ্যাও তত। আমি এক মনে উহাদের সকল কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিতাম। প্রথমতঃ এখানে আমি বানরের কণ্ঠস্বরের বিষয় আলোচনা করিব।

বানরের ভিতর ভাব প্রকাশ করিবার জন্য একটা স্বাভাবিক ভাষা আছে। বানরেরা পরস্পরের মধ্যে এই স্বাভাবিক বা সহজ ভাষা দিয়া ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ভাষা দুই প্রকার। এক হইল সহজ বা স্বাভাবিক ভাষা, অপর হইল কৃত্রিম ভাষা (Natural language and artificial language)।

সকল পশুপক্ষীর ভিতরই একটি স্বাভাবিক ভাষা আছে। তদ্দ্বারা তাহারা পরস্পরের মনোভাব প্রকাশ করে। মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতর দুইটি ভাষা। এক হইল স্বাভাবিক ভাষা, অপর হইল কৃত্রিম ভাষা! কথা-বলা পক্ষীদের মধ্যেও একটি স্বাভাবিক ও একটি কৃত্রিম ভাষা দেখা যায়। ইহা শব্দবিদ্যার (Philology) অংশ বলিয়া এস্থলে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক।

আমি কান পাতিয়া বানরের নানা ভাবব্যঞ্জক স্বর অনুধাবন করিতাম। এক রকম শব্দ করিলে তাহাদের হর্ষ বুঝাইত এবং অপর বানরেরা আসিয়া সমবেত হইত। কোনটিতে ক্রোধ প্রকাশ পাইত; কোন স্বরে বা বিপদের আশঙ্কা বুঝা যাইত—তখন সকল বানরেরা আত্মরক্ষার্থে সময়োপযোগী কার্য করিত। কখনও বা সকলে মিলিয়া লড়াই করিতে গেলে এক প্রকার শব্দ করিত। আমি সর্বদাই তাহাদের এই কণ্ঠস্বরের দিকে লক্ষ্য রাখিতাম। আমার মনে হয়, তাহাদিগের মনোভাব প্রকাশের প্রাথমিক শব্দ অতি অল্প সংখ্যক। পনেরটা হইতে সতেরটা পর্যন্ত শব্দ হইতে পারে। ইহা দ্বারাই তাহাদের সমস্ত কার্য হইয়া থাকে। কিন্তু মানুষের কণ্ঠনালী অন্য প্রকার হওয়ায় মানুষ বানরের স্বর ঠিক উচ্চারণ করিতে পারে না। আমি অনুকরণ করিতে অনেকবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হই নাই। কিন্তু শুনিতে শুনিতে আমার এমন অভ্যাস হইয়াছিল যে উহাদের কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্রই উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতাম।

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

ময়ুরভঞ্জের জঙ্গলে এক ইংরাজ কুমারীকে (White girl) শৃগালে লইয়া গিয়াছিল। ইংরাজ মেয়েটি শৃগালদের সহিত পরিবর্ধিত হইয়া শৃগালের মতই আচরণ করিত। সে জঙ্গলের ভিতর থাকিত, শৃগালদের আহার্য জিনিস খাইত এবং হাঁটু ও হাত দিয়া অতি দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া জঙ্গলের ভিতর লুকাইত। অনেক কষ্টে তাহাকে ধরা হইল। তখন তাহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর শৃগালদের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে একটি ঘরে রাখা হইয়াছিল। জিভ দিয়া দুধ ভাত খাইত এবং হাঁটু দিয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে বদ্ধ অবস্থায় পড়ায় শোকার্ত হইয়া শৃগালের ন্যায় শব্দ করিয়া খেদ প্রকাশ করিত এবং সেই শব্দে নানাস্থান ও জঙ্গল হইতে শৃগালেরা আসিয়া অনুরূপ শব্দ করিয়া তাহার সাথে খেদ প্রকাশ করিত। যাহা হউক, কয়েকদিন পর সেই ইংরাজ কুমারীটি মারা গেল। ইহাকে বলে স্বাভাবিক বা সহজ ভাষা, কিন্তু মনুষ্যের ভাষা স্বাভাবিক ও কৃত্রিম দুইই।

আর একটি উদাহরণ এস্থলে দিতেছি। মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলের ভিতর একটি শ্বেতকায় মেয়েকে দেখিতে পাওয়া গেল। বয়স তখন তাহার ১৮।২০ হইয়াছিল। সে বনমানুষের সহিত বিচরণ করিত এবং গাছের ডালে গিয়া শয়ন করিত। আচার, ব্যবহার এবং আহারাদি সবই বনমানুষের মত হইয়া গিয়াছিল। কণ্ঠস্বর বনমানুষের মত এবং বনমানুষরাও তাহাকে স্বশ্রেণী বলিয়া গণ্য করিত। অবশেষে মার্কিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈজ্ঞানিকেরা অনেক কষ্টে সেই শ্বেতকায় কুমারীটিকে ধরিয়া পোষাক পরাইয়া দিল। মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের প্রবল ইচ্ছা হইল যে তাহাকে মানুষের ভাষা শিখাইয়া বনমানুষের ভাষার অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করিবে। কারণ এই কুমারীটি বনমানুষের ভাষায় অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং উহাকে মানুষের ভাষা শিখাইলে উভয় ভাষার সামঞ্জস্য বেশ উপলব্ধি করা যাইবে। কিন্তু পরে কি হইল সংবাদপত্রে আর দেখি নাই। এস্থলে আমার এসব ঘটনা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে স্বাভাবিক ভাষা হইতে কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং পরে ভাষার মধ্যে এত পার্থক্য আসিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও মধ্য আফ্রিকার কাফ্রিদিগের ভাষা এইরূপ আদিম শ্রেণীভুক্ত বা সহজ কিন্তু তাহাকে কৃত্রিম ভাষার রূপও বলা যাইতে পারে। এই প্রশ্নটি একটি বিশেষ গবেষণার বিষয়। আমি এই বিষয়ে যতটা অনুধাবন ও চিন্তা করিয়াছি এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

এক প্রশ্ন আসিতেছে যে স্বাভাবিক সহজ (Sui generis) ভাষা ও কৃত্রিম ভাষার উৎপত্তি কি করিয়া হয়। স্বাভাবিক ভাষা পশুপক্ষী সকলের ভিতর দেখিতে পাই। শিশুর ভিতরও এই স্বাভাবিক ভাষাই দেখিতে পাই। যে গোঙ্গা (Mute) সেও এই স্বাভাবিক ভাষা ও অঙ্গসঞ্চালন দিয়া সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতে পারে। আমি ভীত গাভী, বানর ও কুকুরের ভিতর স্বাভাবিক ভাষা ও অঙ্গভঙ্গী দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের ভাব প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। ইহাতে সমস্ত ভাব বেশ প্রকাশ পায়। শিশুরাও ভাষাবিহীন চিন্তা দিয়া মনের ভাব বিকাশ করিয়া থাকে। মধ্য অবস্থায় চিন্তা ও ভাষার সংমিশ্রণ হইয়া যায়। এইজন্য মধ্য অবস্থায় ভাষা ও শব্দ দিয়া চিন্তা করিয়া থাকে। কখন বা অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া নিজের আভ্যন্তরিক মনোভাব নিজের অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করে। কারণ এই অবস্থায় মানুষ ধরিয়া লয়, একজন কল্পিত আপত্তিকারী ব্যক্তি (Imaginary objector) তাহার সম্মুখে রহিয়াছে এবং এই কল্পিত ব্যক্তির তর্কযুক্তি বিধ্বস্ত করিবার জন্য চিন্তাশক্তির সহিত ভাষা ও শব্দ সংযোগ করিতেছে।

ইহা হইল কৃত্রিম প্রথা কিন্তু মন যখন খুব উচ্চমার্গে যায়, যখন গভীর চিন্তামগ্ন হয় বা যখন গভীর ধ্যানে যায় তখন ভাষা ও শব্দ বলিয়া কোন বস্তুই থাকে না অথচ চিন্তাস্রোত অতি প্রবল বেগে চলিতে থাকে। মন যখন দেহে চলিয়া আসে তখন পূর্বচিন্তিত বিষয়ের অতি সামান্য অংশ ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে যে চিন্তাশক্তি পৃথক, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ভাষা স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন হইতে পারে যে কৃত্রিম ভাষা কিরূপে আসিল। দেখা যাইতেছে যে মস্তিষ্কের কোনস্থানে আকস্মিক আঘাত লাগায় একপ্রকার স্নায়ু বিক্ষোভিত হইয়াছিল এবং সেই স্নায়ুর প্রক্রিয়া দিয়া এই কৃত্রিম ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকস্মিক, স্বাভাবিক নয়। মানুষের ভিতর এই আকস্মিক ঘটনা বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে কিন্তু প্রত্যেক শিশুকেই ইহা অভ্যাস করিতে হয়। আমেরিকায় এক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক মধ্যবয়সের যুবকের মাথায় আঘাত লাগাতে তাহার ভাষাজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়। শিশুর ন্যায় স্বাভাবিক ভাষায় সে মনের ভাব প্রকাশ করিত কিন্তু কৃত্রিম ভাষার কোন জ্ঞান রহিল না। অনেক বৎসর চিকিৎসার পর যখন মস্তিষ্কের স্নায়ু সঞ্জীবিত হইল তখন সেই যুবক শিশুর ন্যায় অক্ষর ও শব্দ শিখিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে কখন বা স্মৃতি আসিত কখন বা স্মৃতি বিলুপ্ত হইত। এইরূপ কয়েক বৎসর চিকিৎসার পর যখন মস্তিষ্কের স্নায়ু সবল হইল তখন তাহার কৃত্রিম ভাষা অনুধাবন করিবার শক্তি আসিল। অপর এক উদাহরণ, এক বৃদ্ধের শেষ অবস্থায় জ্বরবিকার পীড়া হইয়াছিল। বৃদ্ধকালে যাহা শুনিতেছিল তাহাই উচ্চারণ করিতেছিল কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর নাই। ঘরে বিড়াল ডাকিতেছিল, সেও সেইরূপ আওয়াজ করিতেছিল। ফেরিকর ডাকিতেছিল সেও তদ্রূপ শব্দ করিতেছিল। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্তামশাই কেমন আছেন?" সেও বলিল, "কর্তামশাই কেমন আছেন?" অর্থাৎ মস্তিষ্কের যে অংশের স্নায়ু দিয়া কৃত্রিম ভাষার স্ফুরণ হয় সেই অংশের স্নায়ু লোপ পাইয়াছিল। এইজন্য কৃত্রিম ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিল।

সঙ্গীতপ্রিয় পক্ষীদের ঠিক এইরূপ দেখা যায়। তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিতর একটি স্বাভাবিক ভাষা, অপরটি শেখান বা কৃত্রিম ভাষা। কিন্তু যখন ভয় পায় বা আহার্যের আবশ্যক হয় তখন কৃত্রিম ভাষা ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে। এইজন্য আমি বলিতেছি যে কৃত্রিম ভাষা আকস্মিক (Accidental) এবং মস্তিষ্কের কোন স্থানে আঘাত পাইয়া তত্রস্থ স্নায়ুসকল প্রবুদ্ধ হইয়া শক্তি বিকাশ করায় কৃত্রিম ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মানুষের ভিতর আদিবাসী ও জংলী-দিগের যে ভাষা, তাহা স্বাভাবিক ভাষা ও কৃত্রিম ভাষার মধ্যস্থল। এইজন্য কৃত্রিম ভাষা আকস্মিক। উদ্‌ভ্রান্ত হইলে মানুষ স্বাভাবিক ভাষায় কথা কয়। কৃত্রিম ভাষা অরব হয়। মানুষের চিন্তাধারা বাহ্যিক, পশুর চিন্তা দ্রুতগতি ও বিক্ষিপ্ত।

বহু বৎসর পূর্বে আমি হৃষীকেশে ছিলাম। সম্ভবতঃ ১৮৯৪ সাল। তখন হৃষীকেশ নিতান্ত জঙ্গল। রাস্তা বা পথ কিছুই ছিল না এবং লোকালয়ও অতি সামান্য। বৈকালে আমি কয়েকদিন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম যে দুইদল বানর বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া একটি স্থানে উপনীত হইল। প্রত্যেক দলে একটি করিয়া বীরবানর আর বাকী ১০।১২টি স্ত্রী-বানর বা বানরী। দুইদল পরস্পরের সন্নিকট হইয়া একরকম আওয়াজ করিল। তারপর দুই বীরেতে নানা রকম কৌশল ও কুস্তির প্যাঁচ দেখাইয়া লড়াই করিল। কিন্তু উভয় পক্ষেরই স্ত্রী-বানরগুলি এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোন উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না। তাহারা কেহ বা মাথা চুলকাইতেছিল, কেহ বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গায়ের উকুন মারিতেছিল এবং কেহ বা নিরপেক্ষ হইয়া আপন আপন ভাবে বসিয়া ছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে উভয় বীর একরকম শব্দ করিল এবং উভয় দল নিজ নিজ আবাস-স্থলে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন নির্ধারিত সময়ে তাহারা সেইস্থানে আসিয়া পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং সন্ধ্যার পূর্বে স্বগোষ্ঠী লইয়া নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল। তৃতীয় দিবস পূর্বরীতি অনুযায়ী পুনরায় মল্লযুদ্ধ হইল এবং তাহাতে এক বীর হারিয়া গেল। সে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ত্রস্ত হইয়া একদিকে পলায়ন করিল। তাহাদের দলের স্ত্রী-বানরেরা কিছুমাত্র বিক্ষোভিত না হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। অবশেষে বিজয়ী বীরবানরের দলভুক্ত হইয়া তাহারা চলিয়া গেল এবং পরাজিত পূর্বনায়কের প্রতি আর কোন দৃষ্টি রাখিল না। রামায়ণে বর্ণিত আছে, বালির স্ত্রী তারা প্রথম স্বামী নিহত হইলে স্বামীহন্তা সুগ্রীবকে বিবাহ করিয়া-ছিল। অপর পশুদিগের ভিতর এরূপ প্রথা আছে কিনা আমি নিরীক্ষণ করি নাই কিন্তু বানরদিগের ভিতর এইরূপ প্রথা আমি হৃষীকেশে দেখিয়াছিলাম।

বানরদিগের মল্লযুদ্ধের প্রথা বহুপ্রকার। দুই বীরে যখন লড়াই করে তখন উল্লম্ফন, আবর্তন ও পরিভ্রমণ ইত্যাদি অনেক প্রকার কৌশল দেখায়। আমি কুস্তির বিষয় কিছু বুঝি নাই, কেবল বানরদিগের কৌশল নিরীক্ষণ করিয়াছি। কিন্তু কুস্তির মল্লদের ভিতর এক প্রবাদ আছে যে কুস্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্যাঁচ বা কৌশল অনেকটা বানরের কৌশল হইতে গৃহীত। এই বিষয় আমি কেবল শ্রুত আছি, বিশেষ জানি না।

বানরের ভিতর অনুকরণ শক্তি অতি প্রবল। বনমানুষের ভিতরও ঠিক এইরূপ শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও হনুমানের ভিতর এই শক্তিটা আছে তথাপি বানরের ভিতর যে অনুকরণ শক্তি তাহা অতি আশ্চর্য। কালাবাবুর কুঞ্জে 'কিষ্টবুড়ি' নামে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একটি ঘরে বাস করিতেন। আমি ভিতরে যাইবার ফটকে চবুতরে বসিয়া থাকিতাম। তাঁহার ঘরের দরজা আমার বসিবার স্থান হইতে হাত পনের দূরে হইবে। তিনি দরজার শিকৃলি বন্ধ করিয়া কুলুপ দিয়া চাবিটি দেওয়ালের একটি গর্তে গুঁজিয়া রাখিয়া যাইতেন। পাশের ছাদ হইতে একটি বানর মাথা নীচু করিয়া চাবি বন্ধ করিবার প্রক্রিয়া অতি নিবিষ্টমনে দেখিত। দিনকতক পরে দেখি যে, যেমনি কিষ্টবুড়ি দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন, বানরটি অমনি নামিয়া আসিল। আমরা সকলে তামাসা দেখিবার জন্য কিছু বলিলাম না। দেওয়ালের গর্ত হইতে চাবিটি বাহির করিল এবং চাবিটি কুলুপে দিয়া নাড়িতে নাড়িতে কুলুপ খুলিয়া গেল। স্বুর্সো হইতে কুলুপটি টানিয়া ফেলিয়া দিল। তারপর শিকৃলি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার জিনিসপত্র সব ওলটপালট করিতে লাগিল। এমন সময় কিষ্টবুড়ি আসিয়া দেখেন যে তাঁহার দরজা খোলা। অমনি এইত বকাবকি সুরু করিলেন। ঘরের ভিতর গিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখেন যে বানরটি তাঁহার সমস্ত জিনিস ওলটপালট করিতেছে। তখন তিনি বানরটিকে তাড়াইয়া দিয়া জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিলেন। আর আমরা সকলে হাসিতে লাগিলাম।

গল্পটি তুচ্ছভাবে দেখা উচিত নয়। প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক বস্তুর ভিতর এক গভীর অর্থ আছে। বানরের মনস্তত্ত্ব ও অনুকরণ শক্তি দেখানই এস্থলে উদ্দেশ্য। বানরের অনুকরণ শক্তির বিষয়ে অনেক উপাখ্যান বলা যায়। আমি বৃন্দাবন, মথুরা, কনখল ও হৃষীকেশে বানরের এই সকল ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম। এ বিষয়ে আরও একটি উদাহরণ দিতেছি। বনমানুষের অনুকরণ শক্তি অতি আশ্চর্য। চলিত কথায় বলে যে, "টেক্স দেওয়ার ভয়ে বনমানুষ কথা কয় না, তা নাহলে সে সব জানে।" ছুতোরের কাজ কয়েক-দিন দেখিয়া একটি বনমানুষ করাত দিয়া কাঠ চিরিতে লাগিল। র‍্যাদা দিয়া তক্তা চাঁচিতে লাগিল। মানুষের মত বেশ কাজ করিতে লাগিল। ইসারা এবং মানুষের ভাষা ও আদেশবাণী তাহাও বেশ বুঝিতে শিখিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে মানুষের সহিত এই সকল পশুর কত নিকট সম্বন্ধ।

ঔষধ নির্বাচন বিষয়ে বানরের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়াছি। বৃন্দাবনে যখন কলেরা বা বসন্তের প্রকোপ হইত, তাহার পনের দিন আগে হইতে বানরেরা নিজেদের ঔষধ খাইয়া লইত। ঝাঁকে ঝাঁকে বানর আসিয়া তিন দিন ধরিয়া নিমপাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিবাইয়া খাইত। নিমপাতার কচি ডালগুলি চিবাইয়া রস খাইত কখনও বা তুলসীপাতা খাইত। বৃন্দাবনে আগে গাঁদালপাতা ছিল না। সেবাশ্রমের রোগীদের জন্য আমরা কলিকাতা হইতে গাঁদালগাছ লইয়া যাই। ঐ দেশে গাঁদাল-পাতা কি তাহা কেহই জানে না। কিন্তু বানরেরা শুঁকিয়া তাহার ঔষধের গুণ বুঝিতে পারিল এবং মড়কের কিছুদিন পূর্বে গাঁদালপাতা খাইতে লাগিল। বানরেরা যখন তুলসী, নিম ও গাঁদালপাতা খাইতে শুরু করে তখনই বুঝা যায় যে একটি মড়ক শীঘ্র আসিতেছে।

আদিবাসীরা জঙ্গলে থাকে এবং তাহারা অনেক গাছ-পাতার ঔষধ-গুণ বেশ বুঝিতে পারে। তাহারা সাধারণ পীড়ায় নিজেরাই নিজেদের চিকিৎসা করিয়া থাকে। কারণ জীবতত্ত্ব অনুযায়ী উদ্ভিদ, পশু ও মানুষ এক সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য পরস্পরের সামঞ্জস্য, গুণ ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। আদিবাসী ও বানরদিগের ভিতর প্রাকৃতিক ঔষধ নির্বাচন শক্তি তাই এত স্পষ্ট দেখা যায়। এস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান বা আদিবাসীদিগের ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল ছিল। কোন পশু কতদূর হইতে কোন দিকে যাইতেছে তাহা তাহারা নিশ্বাস লইয়া পশুর গাত্রের গন্ধ অনুভব করিয়া নির্ণয় করিত ও দ্রুতপদে সেই পশুর কাছে যাইয়া তাহাকে হনন করিত। আদিবাসীদিগের ঘ্রাণশক্তির বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে। আমি পারস্যদেশের দক্ষিণ অংশের জংলীদিগের সহিত কয়েক মাস ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তাহাদিগের ঘ্রাণ ও দৃষ্টিশক্তি নগরবাসীদিগের অপেক্ষা অনেক প্রবল এবং তাহাদিগের নির্ধারণ সব সময় সত্য হইত। কিন্তু নগর ও সমাজের বিধি নিয়মের ভিতর সভ্যভাবে থাকায় সভ্য মানুষের ঔষধ নির্বাচন শক্তি অধিক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়াছে। বানরদিগের ভিতর দেখিলাম, প্রাথমিক শক্তি বা আদি শক্তি—যাহাকে বলে আত্মসংরক্ষণ শক্তি, সেই ভাবটি প্রবল রহিয়াছে। এইজন্য তাহারা নিজেদের ব্যাধি অনুযায়ী বৃক্ষাদি হইতে ঔষধ নির্বাচন করিয়া লয়।

লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে বানরের গাঁদাফুল খাইবার ইচ্ছা অতি প্রবল। এই গাঁদাফুল খাইয়া বানরেরা মোটা ও অতিশয় তেজী হইয়া ওঠে। আমরা শুধু গাঁদাফুলের রংয়ের বিষয় জানি কিন্তু অন্যান্য গুণ যে কি আছে তাহা জানি না। এইজন্য গাঁদাফুলের বিভিন্ন গুণের বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক।

বানরের ভিতর আমি অনেক সময় বালকের মত ভাব দেখিয়াছি। একটু ভয় বা তাড়া খাইলে বানর গুড়িশুড়ি মারিয়া মানুষের কাছে আসিয়া চোখ ও মুখ নাড়িয়া উপস্থিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিত—ওদিকের ভয়ের কারণটা আছে, না চলে গেছে। ছোট ছেলে কাঁচুমাচু হইয়া চোখ, হাত, মুখ নাড়িয়া যেমন কাতর ভাব প্রকাশ করে, বানরেরাও তদ্রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ মনুষ্যশ্রেণীর এক পূর্বতন অবস্থার ও বানরের মনোবৃত্তির মধ্যে অনেক বিষয় সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই। এক শ্রেণী যে অপর শ্রেণী হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। এইজন্য মনুষ্য-শিশুর ভিতর এক অবস্থায় বানরের মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়।

একদিন সেবাশ্রমে চারিটি হনুমান আসিল। সেদিন রবিবার —একাদশী, গরমকাল ও রৌদ্র খুব প্রচণ্ড হইয়াছে। উঠান ও ছাদেতে কুড়ি পঁচিশটি বানর বড় উৎপাত করিতেছিল। যেমনি চারিটি হনুমান আসিয়া উঠানের নিমগাছে বসিল আর বানররা যে যেখানে ছিল, সব চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া যেন গভীর ধ্যান করিতে লাগিল। একটু হাত নাড়ে না, একটুও চলাফেরা করে না। খানিকটা পরে দেখি যে চোখ মিট-মিট করিতেছে। হনুমানেরা আছে না চলিয়া গিয়াছে তাই দেখিতেছে আর চোখ বুজিয়া সব ধ্যানী পুরুষ হইয়া বসিয়া আছে। খানিকটা পরে হনুমানেরা অন্য জায়গায় চলিয়া গেল। একটি বানর আনন্দে এক চীৎকার করিল আর সমস্ত বানররা আনন্দের সহিত অনুরূপ কণ্ঠস্বর করিয়া উঠিল। ইহাই হইল তাহাদের এক সাঙ্কেতিক ভাষা। আর সমস্ত বানররা ধ্যান ভঙ্গ করিয়া ডিগবাজী এবং ওলটপালট খাইতে লাগিল! তাহাদের তখন কি আনন্দ! মনুষ্য-শিশুদেরও ঠিক এই ভাব দেখা যায়। বানরের প্রত্যেক ক্রিয়া বিশেষ করিয়া অনুধাবন করা আবশ্যক। বানর কি করিয়া গোখ্রো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাপ ধরে, কচ্ছপের পিঠে অনেকদূর চলিয়া গিয়া যমুনার জল খায়, এমন কি ভীমরুল কি করিয়া মারে এ সকল বিষয় চিন্তা করিবার উপকরণ।

মধ্যভারতের জঙ্গলের ভিতর ভীমরুলেরা এক-একটা মেটে জালার মত চাক করে। উপর দিকে একটিমাত্র ছিদ্র। ভীমরুল এই গর্ত দিয়া প্রথম মুখটি বাহির করিয়া তবে দেহের অপর অংশ বাহির করে। বানর গর্তের মুখে বাঁ-হাত চাপা দেয় এবং আঙ্গুলের ফাটল দিয়া যেমনি ভীমরুল মাথা বাহির করে অমনি বানর ডান-হাত দিয়া ভীমরুল টাকে ধরিয়া মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। এইরূপে যতক্ষণ না ভীমরুল নিঃশেষিত হয়, বানর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভীমরুল-সূদন-যজ্ঞ করিয়া থাকে। এমন কি কখনও বা সন্ধ্যা হইয়া যায়। এইরূপে ভীমরুলকুল নিধন না করিয়া বানর কখন ওঠে না। বানরদিগের মনোবৃত্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির অনেক উপাখ্যান বলা যায় কিন্তু এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইল বানর ও মানুষের মনস্তত্ত্ব দেখান।

বানর জাতি অতি স্বাধীনতাপ্রিয়। যদি কোন কারণ-বশতঃ একটি বানর ধরা পড়ে, অপর বানররা আসিয়া তাহাকে এই অপরাধের জন্য মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে একটি বানরকে ধরিয়া নিমগাছের গোড়ায় বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। দিনে তিন-চার বার সমস্ত বানরের দল আসিত এবং সেই বন্দী বানরকে ছিঁড়িয়া মারিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
PRESENTED

ফেলিবার চেষ্টা করিত। যেমনি বানরের দল আসিতে সুরু করিত, ধৃত বানরটি আত্মরক্ষার্থে করুণ স্বরে চীৎকার করিত। তখন সেবাশ্রমের সকলে লাঠিসোটা লইয়া সেই বানরটিকে রক্ষা করিত। সে এক মহা উৎপাতের কারণ হইয়া উঠিল। অবশেষে সকলে পরামর্শ করিল যে ধৃত বানরটিকে ছাড়িয়া দিলে অপর বানরগুলি তাহাকে মারিয়া ফেলিবে; তাহার চেয়ে রাত্রে বহুদূরে লইয়া গিয়া ঐ বানরটিকে ছাড়িয়া দেওয়াই শ্রেয়, যাহাতে তাহার সঙ্গীরা কোন টের না পায়। তখন সেই বানরটিকে যমুনার অপর পারে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। বানররা যেন নীরব ভাষায় বলিতে লাগিল, "সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ঃ, ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ।" অথবা এই ভাব বলিল, "রাজপুত হোকে রন্ যো ছোড়ে কৌয়া উস্‌কো মাস্ না খায়।" যথার্থই বানরদিগের ভিতর স্বাধীনতার ভাবটি খুব প্রবল দেখিলাম।

বানরদিগের ভিতর সন্তান স্নেহও অতি প্রবল। যখন এক গাছ থেকে অপর গাছে যায় তখন শিশুটি বুকে স্তন্যপান করিতেছে এরূপ অবস্থায় তাহারা এক স্থান হইতে অপর স্থানে যায় বা এক গাছ হইতে অপর গাছে লাফাইয়া পড়ে। কনখলে আমি একটি বড় শোকের বিষয় দেখিয়াছিলাম। একটি বানরীর শিশুসন্তান অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে। মৃতদেহ শুকাইয়া সামান্য একটি চামড়ার মত হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ দুই মাসের অধিক শিশুবানরটি মরিয়া শুকাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিয়াছে কিন্তু বানরীটি যখন যেখানে যাইতেছে তখন সেই মৃত শিশুর দেহটি হাতে লইয়া যাইতেছে। সেইটিকে আর ছাড়িতেছে না। আমরা কয়েকজন তাড়া দিলাম যাহাতে শুক্‌নো মৃতদেহটি ফেলিয়া দেয় কিন্তু বানরীটি মৃতদেহ লইয়া গাছের উপর চলিয়া গেল। আমার মনে বড় শোকের ভাব হইল এবং অনেক কিছু চিন্তায় আসিতে লাগিল।

বানরদের বুড়োবুড়িতে বড্ড ভাব। বাচ্ছা বানরগুলি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর বুড়োবুড়ি পরস্পর গা ঠেসাইয়া বসিয়া পরস্পরের গায়ের উকুন বাছিতেছে। এইটি কন্‌খলের শিবের মন্দিরে প্রায়ই দেখিতাম, আমি ঠাট্টা করিয়া প্রায়ই বলিতাম, "কি গো হরগৌরী বসে আছ ?" মানুষের যেমন বুড়োবুড়িতে খুব ভাব হয়, বানরেরও ঠিক সেই রকম কিন্তু গরু ঘোড়া ইত্যাদিতে এরূপ কখনও দেখি নাই। এইটি শুধু বানর জাতির ভিতর দেখিয়াছি।

গরমকালে বানররা পুকুর বা নদীতে সাঁতার কাটে। কিনারায় গাছ থাকিলে একে একে সেই গাছের উপর উঠে এবং গাছ হইতে লাফ খাইয়া জলে পড়ে। একদিন দেখিলাম এক বানর অপরের ঘাড় ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিতেছে। কেউ বা অপরের কাঁধে বসিতেছে, কেউ বা জলে ডুব দিয়া অপরের পা ধরিয়া তাহাকে ডুবাইয়া দিতেছে। মানুষ যেরূপ জলে গিয়া হুড়াহুড়ি খেলা করে, বানররাও ঠিক সেইরূপ করে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

লাগিলাম এবং তাহাদের কার্যপ্রণালী ঠিক মানুষের মতন মনে হইল।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মানুষের সাঁতার শিখিতে অনেক প্রয়াস করিতে হয় কিন্তু পশুজাতির সাঁতার শিখিতে কোন প্রয়াস করিতে হয় না। ইহার কারণ কি? কনখলে দেখিয়াছি একটা বড় হাতী মাহুতকে কাঁধে লইয়া কাংড়ী গুরুকুল হইতে নীলধারা পার হইয়া ভীমগোড়ার দিকে চলিয়া গেল অর্থাৎ কয়েক মাইল পর্যন্ত এতবড় গঙ্গাতে অনায়াসে যাইতে লাগিল। মহিষ, গরু ইত্যাদি অনায়াসে জলে সাঁতার কাটিতে পারে কিন্তু মানুষ তাহা পারে না। দেহ ও মস্তকের পরিমাণ লইলে দেখা যায় যে মনুষ্যের মস্তক দেহ অপেক্ষা পরিমাণে বৃহৎ এবং পশুদিগের মস্তক দেহ অনুপাতে খর্ব। মস্তিষ্কের পরিমাণ লইলে দেখা যায়, মনুষ্যের মস্তিষ্ক দেহের আপেক্ষিক পরিমাণ হিসাবে অধিক এবং পশুদিগের মস্তিষ্কের পরিমাণ সেই অনুপাতে অল্প। পশুরা জলে পড়িলে অনায়াসে মাথাটা তুলিয়া রাখিতে পারে। এইজন্য তাহাদের সাঁতার কাটা অধিক পরিশ্রম-সাধ্য নয়। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা মাথাটা তুলিয়া রাখিতে পারে কিন্তু মানুষের মাথা দেহের পরিমাণ অনুযায়ী বড় হওয়ায় মাথাটা জল হইতে তুলিয়া রাখিতে বিশেষ অভ্যাস করিতে হয়। মানুষ জলে ডুবিয়া যায়, পশু কখনো জলে ডুবিয়া যায় না। এই হইল দেহ ও মস্তিষ্কের পরিমাণের পার্থক্য। এইজন্য বানর ও অপর পশু অনায়াসে সন্তরণ করিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীতকালে বানরদিগের গায়ে প্রচুর লোম হয়। গরম-কালে লোম পাতলা হইয়া যায়। জীবতত্ত্বে ইহাকে Laws of concordance বলে অর্থাৎ আভ্যন্তরিক শক্তি বাহ্যিক শক্তির সহিত সামঞ্জস্য করিয়া একীভূত হইয়া যায় অর্থাৎ সমস্পন্দন সমস্পন্দনকে অনুসরণ করে (Similar vibration catches similar vibration)। আদিমকালে মানুষের গায়ে এরূপ লোম ছিল কিন্তু আচ্ছাদন, আবরণ ইত্যাদি হওয়ায় গাত্রের লোম কমিয়া গেল, কেবল মস্তকের লোম রহিল। অদ্যাপি কোন কোন মনুষ্যের গায়ে প্রভূত লোম দেখা যায় এবং তাহাকে লোকে 'লোমশ মুনি' বলে। এই গাত্রলোমের বিষয় জীবতত্ত্বে এক বিশেষ অধ্যায়। এইজন্য এইস্থলে আর বিশেষ কিছু বলিলাম না।

ঝড়, বৃষ্টি, বরফ পড়া ইত্যাদি প্রাকৃতির বিপর্যস্ত ভাব দেখা দিবার অনেক পূর্বে বানর ও অনেক পক্ষী ঠিক বুঝিতে পারে এবং তাহারা ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করে। ব্যারোমিটারে আকাশের পরিবর্তনের বিষয় বুঝিতে দেরী হয় কিন্তু বানর ও পক্ষীদের সন্ত্রস্ত আচরণ দেখিলে প্রাকৃতিক পরিবর্তন অতি শীঘ্রই বুঝা যায়। ইহার কারণ হইল যে সমস্ত নভঃস্থল একটা ক্রমান্বয় ভাবেতে (Laws of continuity) চলিতেছে। অর্থাৎ নভঃস্থল এক অচ্ছেদ্য, অভেদ্য চাপ জমাট বস্তু; কেবল সূক্ষ্ম আর স্থূল এই প্রভেদ। "সূক্ষ্ম স্থূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসবিনী, স্থূল পুনঃ সূক্ষ্মেতে মিলায়।" স্পন্দনবাদ অনুযায়ী একই স্পন্দন সমস্ত পরমাণুতে সঞ্চালিত, বিক্ষোভিত, আলোড়িত, সমষ্টীভূত ও বিশ্লিষ্ট করিতেছে। এইজন্য নভঃস্থলে কোন নূতন প্রকারের স্পন্দন উঠিলেই বানর ও পক্ষীজাতি অতি অল্পতেই বুঝিতে পারে কিন্তু মনুষ্য ও গৃহপালিত পশু আবদ্ধ স্থানে থাকায় এই স্পন্দন অনুভব শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ এই সূক্ষ্ম স্পন্দন অনুভব শক্তি এই সকল শ্রেণীর ভিতর বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু আদিম জাতি, বনচর ও যাযাবরদের ভিতর এখনও এই শক্তি পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য বানর ও পক্ষীরা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পূর্বে আত্মরক্ষার বিশেষ প্রয়াস করে।

মানুষের সন্তান প্রসবকালে ফুল ও নাড়ী (Placenta ও cord) সন্তানের সহিত বাহির হয়। গরুরও আমি এরূপ দেখিয়াছি কিন্তু ছাগলের এরূপ কিছু লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু বানরের ফুল ও নাড়ী থাকে কিনা আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না। ইহা হইল উচ্চ শ্রেণীর পশু ও নিম্ন শ্রেণীর পশুর মধ্যে একটা পার্থক্যের চিহ্ন কিন্তু বানরের বিষয় আমি নিশ্চিত নহি।

বৃন্দাবন, মথুরা, কনখল, পুরী ইত্যাদি বহু স্থানে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে বানর কখন জনসমাজে দেহত্যাগ করে না। এত হাজার হাজার বানর বৃন্দাবন ও মথুরায় রহিয়াছে কিন্তু রাস্তায় কখন বানরের মৃতদেহ দেখি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ জিজ্ঞাসা করায় লোকেরা বলিল যে বানর যখন বুঝে যে তাহার অন্তিম সময় আসিয়াছে তখন সে নিরালা কোন জঙ্গলে গিয়া গাছে বসিয়া দেহত্যাগ করে। এইজন্য জন-সমাজে তাহাদের কোন মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে বানর যদিও মাছ-মাংস খায় না তথাপি গাছে উঠিয়া পাখীর বাসা হইতে ডিম খাওয়া তাহাদের বড় প্রিয়কার্য। এইরূপ তামাশা আমি বৃন্দাবনে খুব দেখিতাম। বোধ হইতেছে বানরদের অভিধানে এরূপ লিখিত আছে যে—"পক্ষীডিম্ব ফল বিশেষ।" পক্ষীর ডিম্ব খাইলে কোন ধর্মের হানি হইবে না। এইজন্য বানররা পক্ষীর ডিম্ব এত ভালবাসে।

পূর্বে বানরের মনোবৃত্তির বৈচিত্র্য সম্পর্কে নানারূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলা হইয়াছে। এখন দেখা যাক, মানুষের সঙ্গে ইহাদের দৈহিক পার্থক্য কোথায়। ইহাদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুষ্যের মস্তিষ্কের যেমন সম্মুখের ভাগ প্রথম পরিবর্ধিত থাকে, তাহার পর ব্রহ্মরন্ধ্র, বা মধ্যভাগ এবং অবশেষে পশ্চাৎ ভাগ পরিপুষ্ট থাকে, ইহাদের সেরূপ থাকে না। বানর, বনমানুষ ও পশুদিগের মস্তিষ্কের পশ্চাৎ ভাগ বেশী উন্নত এবং মধ্য ও সম্মুখের ভাগ তত পরিপুষ্ট নয়। মস্তিষ্কের এই তিন বিভাগের তারতম্যে বানর ও মনুষ্যের প্রকৃতির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই বানর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনমানুষ ও অপর পশুদিগের ভিতর আত্মস্থিতি, আত্ম-উৎপত্তি ও আত্ম-অধিকার (Self-preservation, self-procreation and self-possession) এই ভাবগুলি অতি প্রবল। মনুষ্যের ভিতর যদিও এই তিনভাব আছে কিন্তু তাহা অনেক উচ্চস্তরের অসীম অনন্তের ভাব পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য মনুষ্য ও পশুর ভিতর পার্থক্য অনেক।

প্রথমতঃ মনুষ্য, বানর প্রভৃতির মধ্যে মস্তিষ্কের পার্থক্য রহিয়াছে। তাহার পর হইল স্নায়ুর কথা। মনুষ্যের ভিতর বহু প্রকার স্নায়ুর প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বানর ও বনমানুষের ভিতর যদিও মনুষ্যের সদৃশ অনেক স্নায়ুর ক্রিয়া হয় তথাপি তুলনা করিলে দেখা যায় যে মনুষ্যের স্নায়ু অপেক্ষা তাহাদের স্নায়ু অনেক বিষয়ে অপরিবর্ধিত অর্থাৎ মনুষ্যের স্নায়ুর ক্রিয়া বানর ও বনমানুষেতে অল্পই পরিলক্ষিত হয়। এইটি হইল দ্বিতীয় পার্থক্য। সমস্ত সচল জীবের মধ্যে একমাত্র মনুষ্যের স্নায়ুর ক্রিয়া প্রবল ও বহু প্রকার। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে নিম্ন স্তরে নামিয়া পশুর স্নায়ু সকল দেহাভ্যন্তর হইতে প্রবুদ্ধ করিতে পারে। আসব প্রয়োগে মনুষ্যকে কুকুর বা বানর বা অন্য প্রকার ইতর প্রাণীর কার্য ও মনোবৃত্তি অনুসরণ করিতে দেখা গিয়াছে কিন্তু বানর বা বনমানুষ ইচ্ছা করিলে মনুষ্যের স্নায়ু ও মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মনুষ্যোচিত কার্য করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে না। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে উভয়বিধ জীবের অনেক পার্থক্য।

অপর এক কথা যে মিথ্যা কথাকে সকলে ঘৃণা করিয়া থাকে। ইহা উচিতও বটে কিন্তু মনস্তত্ত্ব হিসাবে মনুষ্যের এই শক্তি অতি অদ্ভুত। অপর জীবেরা মিথ্যা কথা বা মিথ্যা ক্রিয়া করিতে পারে না। মিথ্যা হইল বাস্তব ঘটনাকে অপর দিক হইতে দেখান—ঘটনার কতকটা প্রকাশ করিয়া, কতকটা গোপন করিয়া। ইহাতে চিন্তাশক্তির এক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজে যদিও ইহাকে দূষণীয় বলা হয় তথাপি মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ইহা বিশেষ চিন্তা করিবার উপাদান।

আর এক কথা মনুষ্য হাসি, কৌতুক ও রহস্য করিতে পারে কিন্তু পশু ইহা পারে না। হাসি, রসিকতা, 'গান ইত্যাদি হইল কথিত এক ভাবের অপর মূর্তি দেখাইয়া দেওয়া যে সেই ভাবের সুষুপ্ত আর একটি চিত্র আছে—আকস্মিকভাবে সেই ভাবটি দেখাইয়া দেওয়া। সেইজন্য পূর্ববক্তার সমস্ত তর্কযুক্তি পণ্ড হইয়া যায়। ইহা হইল মনের বা স্নায়ুর বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়া কিন্তু পশুদিগের ভিতর রসিকতা বলিয়া কিছুই নাই। এইজন্য মনুষ্যের এবং বনমানুষ ও বানরের স্নায়ুর মধ্যে অনেক পার্থক্য। তদ্রূপ মনুষ্যের আহারের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বহু প্রকার হইয়া থাকে কিন্তু পশুদিগের মধ্যে আহারের প্রথা একই প্রকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার কোন পরিবর্তন হয় না। মনুষ্যের আহার্য বস্তু সর্ব প্রকার হইয়া থাকে অর্থাৎ জল, বায়ু ও স্নায়ুর প্রক্রিয়া অনুযায়ী আহার্যের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা বহু প্রকার হয় কিন্তু পশুদিগের স্নায়ুর প্রক্রিয়ার এরূপ পরিবর্তন হয় না। এইজন্য পশুদিগের স্নায়ু প্রাথমিক স্তরের আর মনুষ্যের স্নায়ু পরিবর্ধিত স্তরের।

অস্থির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় মনুষ্য ও বনমানুষের অস্থির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে কিন্তু মস্তিষ্কের কুম্ভ বা খুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। হাত, পা ও চরণের অস্থির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়, যদিও পরস্পর নিকট সম্বন্ধ আছে। মনুষ্য সোজা হইয়া দাঁড়ায়, চলে, এইজন্য মনুষ্যের অস্থি সোজা ও অপেক্ষাকৃত স্থূল। বানর, বনমানুষ কখন হাত পা দিয়া চলে, কখন সোজা হইয়া চলে কিন্তু সোজা হইয়া চলিবার সময় কোমরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এইজন্য তাহাদের অস্থি কিঞ্চিৎ বক্রভাবের হয়। চোখ, ভ্রূ, হাতের ও পায়ের অঙ্গুলী ইত্যাদিতে বনমানুষ ও বানরের অস্থি কিঞ্চিৎ বড় হয় কিন্তু মনুষ্যের ঐ সকল স্থানের অস্থি কিঞ্চিৎ হ্রস্ব হয়। স্নায়ু, অস্থি ও মস্তিষ্কের বিষয়ে দুই শ্রেণীর ভিতর অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। এই সকল বিষয় হইল এক বিশেষ গবেষণার উপাদান। এইজন্য এইস্থলে বিস্তৃত বলা হইল না।

আর এক প্রশ্ন হইতেছে, বনমানুষ মনুষ্যের অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্নিকটস্থ পশু। যদি শিশু-বনমানুষের বা বানরের মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচার করিয়া যে স্থান হইতে কৃত্রিম ভাষা উদ্ভূত হইতেছে সেই স্থানটি সতেজ বা পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বনমানুষ এক প্রকার কৃত্রিম ভাষা কহিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। ইহা হইল অনুমানের বিষয় এবং বিশেষ্ ভাবে অস্ত্রোপচার করিয়া কিরূপ ফল হয় তাহা না দেখিয়া নিশ্চিত মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে না। ইহা বিশেষ গবেষণা সাপেক্ষ কিন্তু একটা করিয়া দেখা কৌতূহলের বিষয়।

বানরের স্নায়ু মনুষ্য দেহে সংযোগ করিয়া দেওয়ায় অনেক বিকৃত ফল হইয়াছে। অষ্ট্রিয়াতে এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের স্নায়ুতে বানরের স্নায়ু সংযোগ করায় সে বৃদ্ধ বয়সে সম্পূর্ণ বানরে পরিণত হইল। মনুষ্যের ভাব, আচরণ ও আহারাদি আর কিছুই রহিল না অর্থাৎ এক শ্রেণীর জীব হইতে অপর শ্রেণীর জীবেতে পরিণত হইল কিন্তু যদি মনুষ্য-স্নায়ু বনমানুষের শরীরে সংযোগ করা হয় এবং মস্তিষ্কের বিশেষ অংশে যদি অস্ত্রোপচার করা হয় তাহা হইলে সম্ভবতঃ বনমানুষ মনুষ্যের প্রক্রিয়া ও কৃত্রিম ভাষা অনুসরণ করিতে পারিবে। ইহা হইল অনুমানের বিষয় এবং বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ না করিয়া কোন মত প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এইরূপ পর্যবেক্ষণ করিলে এক নূতন প্রকার তথ্য আবিষ্কার করা যাইতে পারে, ইহাই আমার ধারণা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ কুক্কুরের মনোবৃত্তি ॥

কুকুরের মনোবৃত্তি অনুধাবন করিতে হইলে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই যে সারমেয় জাতির ভিতর ঘ্রাণশক্তি অতীব প্রবল। এই ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ হওয়ায় কুকুরজাতি দিয়া মনুষ্য অনেক কার্য করাইয়া লয়। পুলিস ও সৈনিক বিভাগে কুকুর বিভাগ এক স্বতন্ত্র বিভাগ এবং কোন লুক্কায়িত বস্তু বা দোষীকে অবিষ্কার করিতে হইলে কুকুরের এই ঘ্রাণশক্তির সাহায্য লইয়া পুলিশ ও সৈনিক বিভাগের লোক অনেক কার্য করিয়া থাকে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এই ঘ্রাণশক্তি অতি প্রবল ছিল। আমি নানা দেশের আটবিক লোকের সহিত বাস করিয়া দেখিয়াছি যে তাহাদের ঘ্রাণশক্তি নগরবাসীদিগের অপেক্ষা তীক্ষ্ণ কিন্তু রুদ্ধ বায়ু ও নগরে বাস করিয়া সভ্য জাতির ঘ্রাণশক্তি বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, গৃহপালিত পশুদিগের ভিতর এই ঘ্রাণশক্তি অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য কুকুর যাহাকে 'ঘোগ' বলে তাহাদের ঘ্রাণশক্তি শিকারীদের কাছে শুনিয়াছি অতীব প্রবল। কয়েক মাইল দূরে বাঘ বা অন্য কোন পশু থাকিলে তাহারা অনায়াসে বুঝিতে পারে ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে যায়। এইটি হইল সারমেয় জাতির প্রধান লক্ষণ।

কুকুরদিগের স্মরণশক্তি বেশ প্রবল। অনেক বৎসর পরে প্রভুকে দেখিতে পাইলে অপরে যদিও চিনিতে না পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবু কুকুর ঠিক চিনিয়া লয়। কুকুরের এই স্মরণশক্তির দৃষ্টান্ত আমি বহুপ্রকার দেখিয়াছি এবং যাহারা কুকুরের বিষয় অনুধাবন করিয়া থাকেন, তাহারা সহজেই এই বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

ভারতীয় ও গ্রীকদিগের ভিতর অতি প্রাচীনকালে কুকুরকে অর্ধদেবতা বা দেবতার বাহন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিন্দুদিগের ভিতর স্বর্গের কুকুর হইল 'সরমা'। সেইজন্য কুকুরকে সারমেয় বলে। প্রাচীনকালে কেন এই ভাবটি আসিল তাহা এখন বিশেষ বুঝা যাইতেছে না। আরও দেখা যায় রুদ্রের বাহন হইল কুকুর। শিবের বাহন হইল বৃষ। পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে, কোথাও বা কুকুরকে চারিবেদের প্রতিরূপ বলা হইয়াছে। আবার অন্যত্র দেখা যায় যে যুধিষ্ঠির যখন স্বর্গে যান তখন একমাত্র কুকুর তাঁহার সঙ্গে ছিল। এইজন্য কুকুরকে ধর্মের রূপ বলা হইয়াছে। যাহা-হউক, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কুকুরের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব আসিয়াছিল। একজন জার্মান লিখিত Vedic India নামক গ্রন্থে এই কুকুরের কথা অনেক বর্ণিত আছে।

গ্রীকদিগের ভিতর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে 'কেরন' নামক কুকুর জীবকে "স্টিক্স" বা বৈতরণী নদী পার করিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষের উপাখ্যান হইল, বৃষ বৈতরণী নদী পার করিতেছে কিন্তু গ্রীকদিগের হইল, 'কেরন' নামক কুকুর ইহলোক হইতে পরলোকের নদী পার করিতেছে। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নদী পার হইলে জীবের স্মৃতিভ্রম হয়। বেদের প্রাচীন অংশে 'কেরন' নামক কোন কুকুরের উল্লেখ আছে কিনা এ বিষয় অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রাচীন কথা ও গ্রীকদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাব বাহির হইতে পারে। ইজিপ্সিয়ান, রোমান এবং অস্থুর জাতির ভিতর কুকুরের মূর্তি পাওয়া যাইতেছে কিন্তু তাহারা কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা এখন ঠিক নির্ণয় করা যায় না। এই হইল সারমেয় জাতির প্রাচীনকালের প্রসঙ্গ।

কোন কোন স্থলে আমি দেখিয়াছি যে কুকুরের সঙ্গীতের প্রতি একটা অনুরাগ আছে। সকল কুকুরের ভিতর এই ভাবটা আছে কিনা দেখি নাই। তবে বেলুড় মঠে 'লিলি' নামে একটি কুকুর ছিল, হারমোনিয়ামের আওয়াজ হইলেই সে ঘরের মাঝখানে শুইয়া কান পাতিয়া সঙ্গীত শুনিত এবং যখন সঙ্গীতের মাত্রা অতি উঁচু হইত তখন মুখ হাঁ করিয়া সে নিজে যেন সঙ্গীত করিবে এরূপ প্রয়াস করিত এবং গলার ভিতর হইতে একটা অস্পষ্ট শব্দ বাহির করিত। এইটি আমরা সকলে লক্ষ্য করিতাম কিন্তু সাধারণ কুকুরের ভিতর ইহা দেখি নাই। হরিণের ভিতর একটা সঙ্গীতপ্রিয়তার ভাব আছে তাহা অনেকেই জানেন এবং সাপের ভিতরও এ ভাবটা সর্বদা দেখা যায়; কারণ সাপুড়েরা বাঁশী বাজাইয়া সাপের সহিত খেলা করে। এই গ্রন্থে আমার ইহাই বলার উদ্দেশ্য যে মনুষ্যের ভিতর সাধারণতঃ আমরা যে সকল ভাব দেখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাই, পশুদিগের ভিতরও অনেক স্থলে সে সকল ভাব স্পষ্ট রহিয়াছে। মনুষ্য ও পশুজাতি এক কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং অনেক দূর একসঙ্গে চলিয়া পরে বিভিন্ন হইয়াছে, ইহা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ পশুজাতি নানা কারণে পরিণাত লাভ করিয়া মনুষ্য জাতি হইয়াছে—বিধাতা বা স্রষ্টার কাছে মনুষ্য ও পশু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। Theologion বা শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে বিভিন্ন মত হইতে পারে কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের পক্ষে এক হইতে অপরের উৎপত্তি হইয়াছে ইহাই সিদ্ধান্ত।

কুকুরের ভিতর একটি শক্তি দেখিয়াছি যে কোন বিপদ হইলে মনুষ্যের কাছে অস্পষ্ট ভাষায় সে বিপদের কারণ নির্ণয় করিয়া দেয়। এমন কি মনুষ্যের কাপড় টানিয়া বিপদের স্থানে লইয়া যাইয়া ঘটনা দেখাইয়া দেয়। মূক বা গোঙা ব্যক্তি যেমন অঙ্গভঙ্গী ও অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর দিয়া ঘটনা বিবৃত করে, কুকুরও ঠিক তদ্রূপ করে। এ সকল বিষয়ে বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। মনুষ্যের স্নায়ু ও মনোবৃত্তির সহিত ইহাদিগের অনেক স্নায়ু ও মনোবৃত্তির সৌসাদৃশ্য আছে। কুকুরদিগের এই মনোবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধির বহু প্রকার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কুকুরের আর একটি বিশেষত্ব দেখা যায় যে গ্রীষ্মকালে সকল জীবের ঘর্ম গাত্রের লোমকূপ দিয়া বহির্গত হয় কিন্তু কুকুরের ঘর্ম গাত্রস্থিত লোমকূপ দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্হির্গত না হইয়া জিহ্বা দিয়া ঘর্ম বা অপবারি (উত্তাপবারি) বহির্গত হয়। এইজন্য কুকুর জিহ্বা লোলমান করিয়া জিহ্বার অগ্র দিয়া ঘর্মবিন্দু বহির্গত করে। অপর পশু হইতে কুকুরের এই বিষয়ে পার্থক্য।

কুকুর সঙ্ঘবদ্ধ পশুশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাকে ইংরাজীতে Gregarious animal বলে। সঙ্ঘবদ্ধ পশুর এক নিয়ম হইতেছে যে একটিকে বিক্ষোভিত করিলে সকল পশু সমবেত হইয়া বিপদের প্রতিকার করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু একতন্ত্রী (Isolated) পশুর ভিতর এই ভাবটা নাই। তাহারা নিজ নিজ বিপদের প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। মনুষ্য সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত।

কুকুরের ভিতর আর একটা শক্তি প্রবল দেখিতে পাওয়া যায় যাহা মানুষের ভিতর তত দেখা যায় না। কুকুরের স্বভাব হইল সে অতি সন্দিগ্ধচিত্ত—নিজের প্রভুকে বিশ্বাস করে, এতদ্‌ব্যতীত প্রত্যেক প্রাণী বা জন্তুকে সন্দেহ করে। কুকুরের নিদ্রা এইজন্য সচকিত। কখন বা নিদ্রা যাইতেছে, কখন বা সচকিত হইয়া উঠিতেছে। এতদ্‌ব্যতীত আমি কুকুরের ভিতর একটি বিশেষ গুণ দেখিয়াছি যে সন্নিকটে কোন দুষ্ট ব্যক্তি বা দুষ্কৃতকারী অর্থাৎ গুপ্তচোর আসিলে অপর কেহ সেই ব্যক্তিকে বুঝিতে পারুক বা নাই পারুক কিন্তু কুকুর ঠিক বুঝিয়া তাহাকে কামড়াইতে যায়।

বেলুড় মঠে 'বাঘা' নামে একটি কুকুর ছিল। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্যকলাপ আমরা সকলে দেখিয়াছি এইজন্য তাহার বিষয় কিছু লিখিয়া রাখিতেছি। এই কুকুরটিকে সাধারণতঃ লোকে স্বামীজির বাঘা কুকুর বলিয়া ডাকিত।

জাতিতে ইহা সাধারণ নেড়ীকুকুর এবং একটি উড়ে চাকর মঠে এই কুকুরটিকে বাচ্ছা অবস্থায় আনিয়া পালন করিয়াছিল। ক্রমে কুকুরটি বড় হইল এবং সকলের আদরের কুকুর বলিয়া পরিগণিত হইল। একসময় এই কুকুরটি কিছু অপরাধ করিয়াছিল। হুকুম হইল যে কুকুরটিকে খেয়া পার করিয়া বরাহনগরের ঘাটে ছাড়িয়া দিয়া আসা হউক। সেই-জন্য একব্যক্তি কুকুরটিকে নৌকাতে বসাইয়া ওপারে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল কিন্তু মাঝিরা যখন পুনরায় মঠের দিকে নৌকা ফিরাইল, কুকুরটি জোর করিয়া নৌকায় বসিল এবং কাহারও বাধা মানিল না। যাহা হউক, সে সারাদিনটা এদিক ওদিক রহিল। রাত্রির শেষভাগে যখন স্বামীজি উপরকার পায়খানায় যাইতেন, কুকুরটি সন্ধান করিয়া সেই পায়খানায় গিয়া শুইয়া রহিল এবং স্বামীজি অন্ধকারে কুকুরের গায়ে পা দেওয়ায় কুকুরটি কাতর ধ্বনি করিয়া স্বামীজির পায়ে মাথা দিয়া নানাভাবে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। স্বামীজি তখন বুঝিতে পারিলেন যে অপরাধ করিয়াছে এজন্য বাঘা কুকুরটা ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে। বাঘা কুকুর কখনও উপরে যাইত না, সেই একদিন মাত্র গিয়াছিল। স্বামীজি সকলকে বলিলেন, "দেখ্, বাঘা কুকুরটা বুঝ্‌তে পেরেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আমি তোদের কর্তা, সেইজন্যে শেষ রাত্রিতে গিয়ে আমার পায়ে মাথা দিয়ে কাতর স্বরে শোক প্রকাশ করতে লাগল।” যাহা হউক, বাঘাকে আর কেহ কিছু বলিল না। সকলেই যেমন একমুঠা খাইত, বাঘাকেও একমুঠা দিত।

এইস্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে কুকুরের একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে যে, যে ব্যক্তির শরীর দিয়া যেরূপ উচ্চভাবের শক্তি বহির্গত হইবে, কুকুর সেইরূপ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং যাহার শরীর দিয়া নিকৃষ্ট ভাবের শক্তি বহির্গত হইবে, কুকুর তাহাকে দেখিয়া ভীত হইবে ও আক্রমণ করিতে যাইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি যে বৃন্দাবন সেবাশ্রমে কালাবাবুর কুঞ্জবাড়ীতে প্রাতে ৪০০।৪৫০ রোগী ঔষধ লইতে আসিত। আমাদের একটা ‘মেরী’ নামে কুকুর ছিল, অতি ঠাণ্ডা, ভাল মানুষ। কাহাকেও সে কিছু বলিত না। সকলেই তাহাকে লইয়া খেলা করিত। একদিন যেমনি একটি বৃদ্ধলোক ফটকে ঢুকিয়াছে, মেরী দৌড়াইয়া গিয়া লাফাইয়া তাহার গলার টুঁটি কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। অবশেষে গলায় একটি শিকলি বাঁধিয়া কুকুরটাকে টানিয়া আনিয়া রাখা হইল। এইরূপে ৩।৪ দিন সেই ব্যক্তিকে মেরী কামড়াইতে যায় দেখিয়া আমার মনে এক সন্দেহ হইল। আমি ডাকিয়া সেই ব্যক্তিকে কাছে বসাইলাম এবং তাহার আত্মকাহিনী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। লোকটি নানারূপ গর্হিত কাজে এমন অভ্যস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল যে সেই সকল কথা বলা যেন তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং তাহার উপজীবিকা মাত্র। কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা না করিয়া সে তাহার আত্মকাহিনী বলিতে লাগিল। আমার শুনিয়া গা কাঁপিতে লাগিল কিন্তু সেই ব্যক্তির ইহা নিত্য নৈমত্তিক ক্রিয়া, ইহাতে দ্বিধা সংকোচ কিছু ছিল না। যাহা হউক, মানুষ অপরকে বুঝিতে না পারে কিন্তু কুকুর স্বাভাবিক গুণে সুলোক বা কুলোক বুঝিতে পারে। ছোট শিশুরাও দুষ্টলোককে দেখিলে ডরাইয়া উঠে। কুকুরের ভিতর এই শক্তিটি কয়েকবার দেখিয়াছি, এইজন্য ইউরোপে পুলিশ বিভাগে এক জাতীয় কুকুর রাখিয়া থাকে। এই উপাখ্যানটি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে স্বামীজির দেহ হইতে একপ্রকার দৈবশক্তি বহির্গত হইত। এইজন্য বাঘা কুকুরটি তাঁহার কাছে গিয়া করুণাব্যঞ্জক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল।

স্বামীজির দেহান্ত হইলে অগ্নিসংস্কার কালে বাঘা কুকুরটি চিতার অনতিদূরে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। আহার করিতে গেল না বা অন্যত্রও গেল না। যেন সে শোকে আচ্ছন্ন হইয়া শেষ দেখা দেখিতে লাগিল। এই সময় বাঘা তাহার হৃদ্গত অনেক ভাব দেখাইয়াছিল, তাহাতে অনেকেই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া বাঘাকে সস্নেহে দেখিতে লাগিল। যথার্থই স্বামীজির দেহান্ত হইলে সকলেই যেমন শোকার্ত হইয়াছিল বাঘাও তদ্রূপ হইয়াছিল।

স্বামীজির দেহান্তের পর মাদারসেভিয়ার ও খৃষ্টিনা আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'লন' বা মাঠে তাঁবু খাটাইয়া কিছুদিন রহিল। বাঘা কুকুর যেন তাহাদের প্রহরী হইয়া সমস্ত রাত্রি পাহারা দিত এবং কোন জন্তু-জানোয়ার এমনকি একটা ব্যাঙ্ পর্যন্ত কাছে আসিতে দিত না। মাদার সেভিয়ার ও খৃষ্টিনা ইহা দেখিয়া বলিতেন, "দেখ্, বাঘার একটা অন্য ভাব, সমস্ত রাত্রি পাহারায় থাকে, অপর কোন প্রাণীকে কাছে আসিতে দেয় না" মঠ দর্শন করিতে কোন আমেরিকান বা ইউরোপীয় আসিলে বাঘা তাঁহাদের ফটক হইতে সম্বর্ধনা করিয়া আনিত এবং যতক্ষণ তাঁহারা মঠে থাকিতেন, বাঘাও সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং তাঁহারা চলিয়া যাইবার সময় ফটক পর্যন্ত তাঁহাদের পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত। অনেক বিদেশী লোক উপহাস করিয়া বলিত যে মঠের আরদালী হইতেছে 'বাঘা'।

বাঘার আর একটি ভাব দেখিয়াছিলাম যে সে ঘ্রাণ দ্বারা স্থান নির্ণয় করিতে পারিত। ভাদ্রমাস, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে সাড়াসাড়ি দুইটি বান হইল। প্রথম বানটিতে গঙ্গার জল এত উঠিল যে মঠের উঠান সমস্ত ডুবিয়া গিয়া বেলুড় গ্রাম ডুবিয়া গেল। বড় রাস্তায় চলাফেরা বন্ধ হইল। আমি বৈকালে তিনটার সময় জুতা খুলিয়া পশ্চিমদিকের পথ দিয়া গ্রাম দেখিতে গেলাম। বাঘাও আমার সঙ্গে চলিল। একটা আশ্চর্য কথা, বাঘা আমার মুখের দিকে চাহিয়া এমন একটা ভঙ্গী করিল যেন আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন।" আমি বাঘাকে বলিলাম, "বান দেখ্তে বেলুড় গ্রামে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাব।" বাঘা আমায় ইসারা করিয়া ঠিক যেন বলিল, "একটু অপেক্ষা করুন।" তারপর সে জল শুঁকিয়া একটা করিয়া লাফ মারিতে লাগিল। সেখানে জল দুই-তিন ইঞ্চি। আমিও সেরূপ বাঘাকে অনুসরণ করিয়া অনেকদূর চলিতে লাগিলাম। কি সুন্দর দৃশ্য! যতদূর চোখ পড়িল, সমস্ত জলে ভরিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটি ঘর ও বড় গাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে। মাঠ, পুকুর, ডোবা সব এক হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকে খানিকটা গিয়া আমার ভয় হইল, কারণ এই-দিকে ইট খোলার অনেক ডোবা ও কয়েকটি পুকুর ছিল, এখন দেখছি সব এক হইয়া গিয়াছে। হয়ত বেটক্করে পা দিলে ডোবা বা পুকুরে ডুবিয়া যাইব ও পায়ে চোট লাগিবে। কিন্তু বাঘা প্রত্যেকবারই শুঁকিয়া শুঁকিয়া জায়গা ঠিক করিয়া লাফাইতে লাগিল ও আমি তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। ঠিক দুই-তিন ইঞ্চি যেখানে জল সেখানে বাঘা লাফাইয়া পড়িত। আমিও তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতাম। এইরূপে অনেকদূর আমাকে ঘুরাইয়া অবশেষে মুখভঙ্গী করিয়া বাঘা আমায় বলিল, "আর গিয়ে কাজ নেই, বাড়ী ফিরুন।" তাহার পর বাঘা আগে আগে আসিতে লাগিল, আমিও এইরূপে মঠে ফিরিয়া আসিলাম। আমি শুধু একা নয়, নির্মলানন্দ ও আরও অনেকেই মুখভঙ্গী ও ইসারা দ্বারা বাঘার সহিত কথাবার্তা কহিত। বাঘা সারদানন্দের খুব প্রিয় ছিল এবং সকলেই বাঘাকে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিত। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঘার সহিত বেশী মিশিতাম এইজন্য আমি বাঘার সঙ্গে কথা কহিতাম এবং বাঘা মুখভঙ্গী করিয়া আমায় উত্তর দিত। বেশ একটা সমান সমান ভাব সকলের সঙ্গে হইয়াছিল।

তখন মঠের পশ্চিম দিকটায় বড় জঙ্গল ছিল এবং ঢোড়া সাপ, ব্যাঙ্ এমন কি বিষাক্ত সাপও কখন কখন ওখানে আসিত। কিন্তু আশ্চর্য দেখিয়াছি, রাত্রে অন্ধকারে যে পায়খানায় যাইত, বাঘা আরদালী হইয়া ঠিক তাহার আগে যাইত এবং পথ থেকে ব্যাঙ্ ও ঢোড়া সাপ-গুলিকে দাঁত দিয়া ধরিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। তাহারপর পায়খানার ঘরটি আগে বেশ করিয়া দেখিয়া লইত। তাহারপর একটি কণ্ঠস্বর করিয়া অনুমতি দিলে আমি বা অপর কেহ পায়খানার ভিতর ঢুকিতাম এবং বাঘা রকটাতে বা দালানটাতে পাহারা রাখিত এবং ফিরিয়া আসিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া যাইত। মঠে কিন্তু আর ছুটি কুকুর ছিল, মেরী ও লিলি, তাহারা কিন্তু একাজ করিত না। আরদালীগিরি কাজ করা যেন বাঘার এক চাকুরী ছিল। অপর সময় সকালে যদি গ্রামে বেড়াইতে যাইতাম, বাঘা যেখানেই থাকুক না কেন সঙ্গে সঙ্গে যাইত এবং খানিকটা গ্রামের রাস্তা ঘুরাইয়া দাঁত বাহির করিয়া মুখভঙ্গী ও এক প্রকার শব্দ করিয়া বলিত, "এইবার আপনি বাড়ী যান; আমি গ্রামে একটু ঘুরিব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুমতি পাইলে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বাঘা গ্রামের রাস্তায় বেড়াইতে যাইত।

আমি এস্থলে শুধু, বাঘার মনোবৃত্তি দেখাইতে যাইতেছি। প্রত্যেক কার্যের সময় তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গী বিভিন্ন হইত। বাঘার কণ্ঠস্বর আমরা অনেকেই বুঝিতে পারিতাম কিন্তু সে রকম কণ্ঠস্বর মানুষের গলার নলী দিয়া বাহির হয় না। সারদানন্দ আমায় অনেক সময় বলিতেন, "দেখ, বাঘার একটি বিশেষত্ব দেখেছ, সবই মানুষের ক্রিয়াকলাপ অথচ কুকুর দেহ।" সাধারণ পশু বা কুকুর হইতে বাঘার অনেক পার্থক্য ও বিশেষত্ব ছিল। এইজন্য সারদানন্দ বাঘাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ঠিক যেন অলক্ষিতে আপনা আপনি একজন।

আর একটি বিশেষত্ব দেখিতাম, দিনে বা রাত্রে যখন তিনটি কুকুরকে খাইতে দেওয়া হইত, বাঘা দূরে দাঁড়াইয়া থাকিত। মেরী ও লিলি দুইটি মাদী কুকুর আগে খাইয়া লইলে বাঘা তাহারপর খাইত। কুকুরের খাওয়ার নিয়ম হইতেছে—মদ্দা কুকুর জোর করিয়া আসিয়া আগে খায়, পরে মাদী কুকুর খায়, কিন্তু বাঘার এইটি বিশেষত্ব দেখিতাম।

একবার ঠাকুরের উৎসব। তখন সকালবেলা একটু ঠাণ্ডা ছিল। আমি উঠানে কাঁঠাল গাছের নীচে ইঁট দিয়া একটা উন্নুন করিয়া একটা বড় হাণ্ডাতে চায়ের জল গরম করিতেছিলাম। উন্নুনের ধারে অনেক গরম ছাই থাকায় বাঘা বেশ আরাম করিয়া শুইয়া ছিল। হাণ্ডার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলটি কানায় কানায় থাকায় আমি একটি গ্লাস করিয়া কমাইয়া দিতে গেলাম। গ্লাসটা হাতে গরম লাগায় আমি তাড়াতাড়ি জলটা ফেলিয়া দিয়াছি। অন্যমনস্কে বাঘার উপর সেই গরম জলটা পড়িয়াছিল। বাঘা চীৎকার করিয়া উঠিল। আমার মনে বড় কষ্ট হইল এবং অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। সকলেই চারিদিক হইতে 'কি হয়েছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি মিনতি করিয়া সকলকে বলিলাম, "আমার অসাবধনতাবশতঃ বাঘার গায়ে গরম জল পড়িয়াছে।" বাঘা আমার বড় প্রিয় ছিল এবং আমার হাতের গরম জল গায়ে পড়িয়াছে এজন্য আমি ও সকলে দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িলাম অর্থাৎ সকলের প্রাণেই একটা বড় লাগিয়াছিল। সেদিনও গোলমালে এক রকম কাটিয়া গেল। তাহারপর দিন বেলা ৪টার সময় বাঘা মাঠের দিকের রকটাতে শুইয়াছে। আমি বাঘার কাছে যাইয়া জোড় হাতে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম এবং অপরাধ হইয়াছে এইজন্য বাঘার পায়েতে প্রণাম করিলাম। আমার তখন চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছে। বাঘা তখন ঘাড়টা তুলিয়া দাঁত বাহির করিয়া চোখ ও মুখের অন্যপ্রকার ভঙ্গী করিয়া ঠিক যেন আমাকে বলিল, "সেজন্য অত দুঃখিত হইও না, ওটা অজান্তে হয়ে গেছে এজন্য মনে কষ্ট করোনা।" আমি এইরূপ অনেকক্ষণ বাঘার কাছে মাপ চাহিয়া ধীরে ধীরে ভিতরকার দালানের দিকে আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সারদানন্দ অতি কাতরভাবে আমাকে বলিলেন, "ওহে অজান্তে বাঘার কাছে একটা অপরাধ করেছ, কাছে গিয়ে মাপ চেয়ে এসো। কে জানে কার ভেতর কি আছে, কে কিরূপ ধরে এখানে বাস কচ্ছে। যা হোক মাপ চেয়ে আসাই ভাল।" আমি বললুম, "আমি এইমাত্র মাপ চেয়ে প্রণাম করে আসছি।" সারদানন্দ আগ্রহ করিয়া বলিলেন, "বাঘা কি বললে?" আমি বলিলাম, "বাঘা মাথা তুলে মুখভঙ্গী করে আমায় বললে, 'অজান্তে হয়েছে, এতে কোন অপরাধ হয় নাই, এতে তোমার শঙ্কিত হবার কিছুই নেই'।" সারদানন্দ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তাহলে তোমার কোন দোষ নেই। কি জান, বাঘাকে আমরা সকলে অন্য চোখে দেখি; কি জানি বাপু, কিসে কি অপরাধ হবে।" কারণ বাঘার সকল বিষয়েতেই কুকুর হইতে অন্য ভাব ছিল, সেইজন্য আমরা সকলে বাঘাকে অন্য চোখে দেখিতাম।

বাঘার একটি বিশেষত্ব দেখিতাম যে সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হইলে যেমনি শাঁখ কাঁশর ঘণ্টা বাজিত, বাঘাও কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া উপর দিকে মুখ করিয়া এক রকম আওয়াজ করিত। ঠিক যেন সেও আরতির সঙ্গে কণ্ঠস্বর ব্যক্ত করিয়া নিজেও শাঁখ বা অপর কিছু বাজাইতেছে। তাহার কণ্ঠস্বর ভিন্ন ভিন্ন কার্যে ভিন্ন প্রকার হইত। কিন্তু ঠাকুরের আরতির সময় যে প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কণ্ঠস্বর করিত, আমরা উপহাস করিয়া বলিতাম যে বাঘা শাঁখ বাজাইতেছে। আর একটি দেখেছি, অজানা লোক বা চোর রাত্রে মঠে প্রবেশ করিলে বাঘা এক প্রকার কণ্ঠস্বর করিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিত। বাঘার কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গী এক এক ভাবের জন্য এক এক প্রকার হইত এবং তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গী দেখিয়া সকলেই তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিত। এইরূপে বাঘার অনেক ক্রিয়াকলাপ আমরা দেখিয়াছি।

বাঘা কখন খাবারের দালানে বা রকে উঠিত না। যখন তাহার শেষ ব্যামো হইল, ঠাকুরের ঘরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে মাথা দিয়া সিঁড়ির নীচের চাতালটাতে শুইয়া থাকিত, আর কোন জায়গায় যাইয়া শুইত না। প্রেমানন্দ বলিল যে বাঘার অন্তিম সময় আসিয়াছে, ইহাকে ঠাকুরের প্রসাদ হইতে এক মুঠো দিও, উচ্ছিষ্ট অন্ন দিও না। বাঘার যখন শেষ অবস্থা আসিল তখন তাহাকে একটা ঝোড়াতে শোয়াইয়া গোয়ালঘরের দাওয়ায় রাখা হইলে তাহার প্রাণ নিঃশেষিত হইল।

বাঘার দেহ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হইলে ভাটার টানে ভাসিয়া অনেক দূর গেল কিন্তু পুনরায় জোয়ার আসিলে বাঘার দেহটা উত্তর দিকে আসিয়া ঠিক মঠের গঙ্গার কিনারায় আসিয়া লাগিল অর্থাৎ মঠের বাঘা মঠে ফিরিয়া আসিল। তাহার দেহটা গঙ্গার ধারে চন্দনগাছের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীচে মাটির নীচে পোতা হইল। এইরূপে বাঘার অস্থি গঙ্গার কিনারায় চিরকালের জন্য সংরক্ষিত হইল।

এই বাঘার উপাখ্যান থেকে আমরা অনেক দেখিয়াছি। সাধারণ কুকুর হইতে বাঘা স্বতন্ত্র ছিল এবং তাহার মনোবৃত্তিও স্বতন্ত্র ছিল, তবে তাহার দেহটা কুকুরের। অনেক ভক্তদের ভিতর তখন এরূপ প্রবল ধারণা ছিল যে বাঘা পূর্বজন্মে ঠাকুরের কোন ভক্ত ছিল এবং কোন অপরাধ করার দরুণ কুকুরদেহ পাইয়াছিল। কিন্তু কুকুরদেহ পাইয়াও সে মঠে আসিয়া রহিল এবং ঠাকুরের স্থানে দেহ রক্ষা করিল। এ বিষয় আমার নিজের কোন মত প্রকাশ করিবার নাই। আমি শুধু লিপিকারের ন্যায় লোকের মত ও কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভবিষ্যতে যাহার যেরূপ বিবেচনা হয়, তিনি সেইরূপ অর্থ করিয়া লইবেন। এই সকল ঘটনা তখন সকলেই জানিতেন এজন্য বহুলভাবে দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা বাঘার আত্মার যেন উর্ধ্বগতি হয়।

কুকুরের ভিতর আর একটি শক্তি দেখিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তি একমনে কিছুদিন জপ করে এবং জপ উদ্ভূত শক্তি আভারূপে বহির্গত হইয়া কিছুদূর পরিব্যাপ্ত হয়, কুকুর অজানা হইলেও সেই ব্যক্তির বড় অনুগত হয়। সে খাবারের প্রত্যাশা করে না, আদর প্রত্যাশা করে না কিন্তু এই আভাকে বড় পছন্দ করে। এইজন্য বোধ হয় রুদ্র বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভৈরবের বাহন কুকুর। গোজাতির ভিতরও এই শক্তি আছে, আমি লক্ষ্য করিয়াছি। কুকুরদিগের স্নায়ু অতি চঞ্চল ও শক্তিগ্রাহী। এইজন্য বোধ হয় দুষ্ট ব্যক্তি বা সৎ ব্যক্তি হইতে যে আভা নির্গত হয়, কুকুর স্বভাবসিদ্ধ শক্তিগ্রাহী স্নায়ু দিয়া তাহা অল্পতেই গ্রহণ করিতে পারে। মনুষ্য স্নায়ুর ভিতর এই শক্তি আছে কিন্তু তত প্রবল নয়।

কুকুরের আর এক শক্তি দেখা যায়। পার্শীদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির অন্তিম অবস্থা হইলে চিকিৎসক যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন গৃহমধ্যে একটি কুকুরকে আনয়ন করা হয়। ইহাকে Sagnisary বা সারমেয় নিরীক্ষণ বলে। কুকুরটি যদি চঞ্চল না হইয়া ঘর হইতে চলিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পীড়িত ব্যক্তি অসুস্থ রহিয়াছে কিন্তু তাহার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু যদি বিকৃতস্বরে ক্রন্দন করিয়া ওঠে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। কুকুরক্রন্দন অমঙ্গলসূচক তাহা সকলেই জানেন। কুকুরের স্নায়ুতে অনুভব শক্তি অতি প্রবল—এইটাই প্রধান কারণ।

মনুষ্য ইচ্ছা করিলে স্নায়ুর ক্রিয়া সংযত করিতে পারে, অন্ততঃ স্নায়ুক্রিয়া সংযত করিবার শক্তি মানুষের আছে কিন্তু কুকুরের বেলায় দেখা যায় যে বাহ্যিক শক্তি প্রতিরোধ না করিলে কুকুরের নিজ হইতে উক্ত স্নায়ু সংযত করিবার শক্তি তত নাই। এইজন্যই প্রবাদ আছে, পশুতে চুরি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে দোষ হয় না, মনুষ্য চুরি করিলেই দোষ। এই স্নায়ুসংযম শক্তির তারতম্যে মনুষ্য ও পশুর মধ্যে তারতম্য হইয়াছে।

'টেরিয়ার' বা মিশ্রজাতি কুকুরের ভিতর দেখিয়াছি যে তাহার পাঁচটি বাচ্ছা পাঁচবর্ণ, পাঁচ প্রকৃতি ও পাঁচ জাতির হইল। বেলুড় মঠে মেরী কুকুরটার এইরূপ পাঁচটি বাচ্ছা হইয়াছিল। ইহাকে বলে atavism অর্থাৎ পূর্বপুরুষদিগের প্রভাব দেহেতে থাকা। মেরী কুকুরটি মিশ্রজাতির ছিল। এইজন্য তাহার পূর্ব-পুরুষদিগের সুষুপ্ত স্নায়ু নিজ নিজ ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও জাতির সন্তান হইল। আমেরিকায় পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শুভ্রচর্ম কিন্তু সন্তান হইল এক কৃষ্ণকায় কাফ্রী অর্থাৎ পূর্বপুরুষদিগের স্নায়ু সুষুপ্তভাবে দেহের ভিতর থাকে, তাহাই প্রমাণিত হইল। মিশ্রজাতির কুকুরের ভিতর ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবকুলের ভিতর দেখা যায় কোন কোন শ্রেণীর কানের পাতা আছে কিন্তু অপর শ্রেণীর কানের পাতা নাই কিন্তু কানের ফুটো অথবা যাহাকে কর্ণকুহর বলে, প্রাণী মাত্রেরই তাহা আছে। প্রথমতঃ জীব দুই শ্রেণীর—মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট ও অমেরুদণ্ডবিশিষ্ট। অমেরুদণ্ডবিশিষ্ট যথা কেঁচো, জোঁক ইত্যাদি। ইহারা প্রাথমিক অবস্থার জীব, এইজন্য ইহাদের কোন স্পষ্ট ইন্দ্রিয় হয় নাই। তাহারপর হইল মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জীব। ইহাদিগের ইন্দ্রিয়সকল ধীরে ধীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবর্ধিত হইতেছে এবং এই পরিবর্ধন ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর হইয়া অবশেষে সূক্ষ্ম যন্ত্রবিশিষ্ট মনুষ্যদেহে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কানের পাতা সকল প্রাণীর ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না।

জীব তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা জলচর, স্থলচর ও খেচর। স্থলচর জীবদিগের ভিতর কানের পাতা আছে। জলচর ও খেচর জীবদিগের ভিতর কানের পাতা হয় না।

শব্দের স্পন্দন জল আধারে হইলে অতি দ্রুতগতি ও বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। পুকুরের জলে মুখ ডুবাইয়া আওয়াজ করিলে আওয়াজ স্ফীত হইয়া পরিমাণ ও দূরত্ব অধিক হয়। এইজন্য জলচর জীবের কানের ছিদ্র থাকিলেই শব্দ বহু দূরের হইলেও গ্রহণ করিতে পারে। তাই মৎস্য প্রভৃতি জাতির কর্ণের পাতা হয় না। পক্ষান্তরে খেচর বা বায়ু সঞ্চারিত প্রদেশবাসী অর্থাৎ পক্ষী ইত্যাদিরও কানের পাতার আবশ্যক হয় না। বায়ুর উর্ধ স্তরে শব্দের স্পন্দন বহুদূর ব্যাপ্ত ও অধিকতর হইয়া থাকে। এইজন্য উড়োজাহাজের শব্দ দূর হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়। খেচর জীবের কর্ণকুহরে বা কানের ছিদ্রে বহুদূর হইতে শব্দ প্রবেশ করে। এইজন্য কানের পাতার আবশ্যক হয় না কিন্তু স্থলচরবাসীদিগের ভিতর কানের পাতার আবশ্যক হয়। প্রথম কারণ হইতেছে বৃক্ষ, পর্বত ও ভূমির উচ্চতা নিম্নতা অনুযায়ী শব্দের স্পন্দন প্রতিরুদ্ধ হয় এবং বায়ু বিভিন্ন দিকে সঞ্চারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়ায় বায়ুর স্পন্দন বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হইয়া যায়। এইজন্য শব্দস্পন্দন গ্রহণ করিবার জন্য কানের ছিদ্রের পার্শ্বে আধারভূত পাঁতা অপর এক অঙ্গ ধীরে ধীরে সৃষ্ট হয়। নিম্নশ্রেণীর জীব ইঁদুর ইত্যাদির কানের পাতা ছোট, কারণ ইহারা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জীব ভূমির উপরে থাকায় তাহাদিগের কানের পাতা ধীরে ধীরে পরিবর্ধিত হইয়াছে।

মনুষ্যেতর অপর জীব কানের পাতা নাড়িতে পারে এবং শব্দ কোনদিক হইতে আসিতেছে তাহা অনুধাবন করিবার জন্য কানের পাতা বিভিন্ন ভাবে পরিভ্রমণ করাইতে পারে কিন্তু মনুষ্যের কানের পাতা স্থির, পরিভ্রমণের শক্তি লোপ হইয়াছে। এইজন্য বিশেষ কোন শব্দ শুনিতে হইলে হাতের দুই পাতা কানের দুইপাশে রাখিয়া থাকে—এইটি হইল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু আমি কোন এক বিশিষ্ট ডাক্তারকে দেখিয়াছি যে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভাবে কানের পাতা, মস্তকের চর্ম ও বুকের মাংসপেশী সকল নাড়াইতে পারিতেন। প্রথমে আমরা ইহাকে কৌতুক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম কিন্তু পরে দেখিলাম যে ইহা বৈজ্ঞানিক মতের বিশেষ উদাহরণ। অপর একজন ডাক্তার এই ঘটনা দেখিয়া কিছুদিন প্রয়াস করিয়া কানের পাতা কিছু কিছু পরিমাণে নাড়াইতে পারিতেন। ইহার কারণ হইল, মনুষ্য হস্ত দিয়া অনেক কাজ করে এইজন্য কানের পাতা নাড়াইবার তত প্রয়োজন নাই; কিন্তু পশুগণ হাত দিয়া সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজ করিতে পারে না এইজন্য কানের পাতা নাড়ান অভ্যাস তাহাদিগের রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনুষ্যের ভিতর সাধারণতঃ কান নাড়াইবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন প্রধান প্রশ্ন হইল যে, ভূমির উপর শব্দ-স্পন্দন বিভিন্ন নিয়মে সঞ্চারিত হওয়ায় কানের ছিদ্রের ধারে আধার স্বরূপ পাতার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু কানের ছিদ্র বা কর্ণকুহর তিন শ্রেণীর ভিতরই সমান। কেবল ভূচর বা স্থলচর জীবের ভিতর কর্ণের পাতা হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, হাঁস ও মুরগী ভূচর জীব, ইহাদের কানের পাতা হয় না কেন? বন্যহাঁস ও বন্যমুরগী অন্য পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া যায়। ইহারা সাধারণ পক্ষীজাতির ভিতরই পড়ে কিন্তু গৃহপালিত হওয়ায় হাঁস ও মুরগীর উড়িবার শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে স্থলচর জীবের ভিতর ধরা হয়। অবশ্য উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিলে ইহারা খেচর জীবেরই অন্তর্গত, তাই ইহাদের কানের পাতা হয় না।

মনুষ্যদেহেতে কুকুর বা নিম্নশ্রেণীর জীবের স্নায়ু পরিলক্ষিত হয়, কারণ আসব বা অন্য কোন প্রকার স্নায়ু-উদ্দীপক দ্রব্যের ক্রিয়া সঞ্চালিত বা প্রবাহিত হইলে অর্থাৎ বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক উত্তেজক শক্তি সুষুপ্ত স্নায়ু দিয়া প্রবাহিত হইলে মনুষ্য, কুকুর বা অপর নিম্নশ্রেণীর জীবের ন্যায় ক্রিয়াসকল করিয়া থাকে। তখন মনুষ্যের মনোবৃত্তি, এমনকি মুখের ভাব, কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণরূপে কোন কোন বিশিষ্ট পশুর ন্যায় রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণ করে। আমি এইরূপ কয়েকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি। দেখিয়াছি, বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক শক্তি সঞ্চার করিয়া সুষুপ্ত স্নায়ু প্রবুদ্ধ করিলে বিশেষ বিশেষ পশুর আচরণ মনুষ্যেতে হয়। যেমন বানরের স্নায়ু মনুষ্যদেহে সন্নিবেশ করায় অস্ট্রিয়ার একটি বৃদ্ধ অধ্যাপক বানর হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য প্রশ্ন হইতেছে, যদি মনুষ্য অনেক প্রয়াস করিয়া বিপরীত গতি অবলম্বন করিয়া নিজের দেহে সুষুপ্ত কুকুর বা বানরের সমধর্মী স্নায়ু প্রবুদ্ধ করিতে পারে এবং সেই স্নায়ুপ্রক্রিয়া বা মনোবৃত্তি অভীষ্ট পশুর ভিতর সঞ্চালিত বা সন্নিবেশিত করিতে পারে এবং উভয় প্রকার জীব সমস্পন্দনক্ষেত্র দিয়া একীভূত বা সংশ্লিষ্ট হইতে পারে তাহা হইলে অভীষ্ট বা ধ্যেয় জীবের ভিতর স্নায়ুর স্পন্দন, স্নায়ুশক্তি কিরূপ প্রবাহিত হইতেছে এবং উহার মনোবৃত্তি সকল কিরূপে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইতেছে তাহা অনুধাবন করিতে পারে অর্থাৎ মনুষ্য ধ্যেয় বস্তুর ভিতরকার অনেক বিষয় উপলব্ধি করিতে পারে। ইহাকে মনকে দ্বিধা বিভক্ত করা বলে।

প্রাথমিক অবস্থার স্নায়ু দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে নিম্নস্তরের পশু ও মনুষ্যের ভিতর স্নায়ুর স্থিতি ও প্রক্রিয়া একই প্রকার। অনেকদূর পর্যন্ত এইরূপ চলিয়াছে। কোন পশু মনুষ্যের কত সন্নিকটস্থ সেই অনুযায়ী পশুশ্রেণীকে উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এস্থলে মনুষ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নায়ুপুঞ্জ শ্রেণীবিভাগের মানদণ্ড হইয়াছে। পরবর্তীকালে মনুষ্য-স্নায়ু বিশেষভাবে পরিবর্ধিত হইয়াছে কিন্তু পশুর স্নায়ুসকল তদ্রূপ হয় নাই, ইহাতেই পার্থক্য হইল। এস্থলে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক যে স্নায়ুবিজ্ঞান এক বিশেষ আলোচ্য বিষয় এবং স্নায়ুবিজ্ঞান বিশেষভাবে অনুশীলন ও অনুধাবন না করিলে অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। এস্থলে আরও বলা আবশ্যক যে বৃক্ষাদির স্নায়ুর সহিত মনুষ্য ও পশুদিগের স্নায়ুর অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কতকদূর সমস্ত সৃষ্টপ্রাণী একসাথে চলিয়া কেউ বা শ্লথগতি হইয়া আটকাইয়া রহিল, কেউ বা মৃদুগতিতে চলিয়া পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। মনুষ্য দ্রুতগতিতে চলিয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে কিন্তু স্নায়ু-বিজ্ঞান-ক্রমবিকাশ অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে মনুষ্যের উন্নতি ও উৎকর্ষের কারণ হইল আকস্মিক ঘটনা। যেমন মনুষ্যের ভাষা আকস্মিক কারণে হইয়াছে, মনুষ্যের স্নায়ুর উন্নতি সেইপ্রকার পূর্বে অনির্দিষ্ট কালের কোন আকস্মিক কারণে পরিবর্ধিত হইয়াছে। কারণ ক্রমবিকাশ বিধি অনুযায়ী সকল জীবের উন্নতি এক নিয়ম অনুসারে হইবে। কিন্তু এস্থলে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেইজন্য অনির্দিষ্ট পূর্বকালে আকস্মিক কোন ঘটনা হইয়াছিল ইহা স্বীকার করা সমীচীন; তাহা না হইলে ক্রমবিকাশের মত সর্বত্র সমর্থন করা যায় না। এইজন্য আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে স্নায়ুবিজ্ঞান একটি প্রধান ধ্যেয় বিষয়, ইহা বিশেষ করিয়া না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানিলে জগতের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ থাকে। স্নায়ুবিজ্ঞান জানিলে মনুষ্য, পশু ও উদ্ভিদ একীভূত হইয়া যায়।

॥ অশ্ব ॥

অশ্বজাতি তৃণভোজী কিন্তু গবাদি পশুর সমান নহে। গরু, ছাগল, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি পশু রোমন্থনকারী কিন্তু অশ্ব তৃণভোজী হইলেও রোমন্থনকারী নহে। অশ্বজাতি বলিতে অশ্ব, গর্দভ, জেব্রা এই তিন জাতি বর্তমানে দেখা যায়। কিন্তু পশুতত্ত্ব অনুযায়ী অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এই জাতির আরও অনেক শাখা ছিল, তাহারা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। যেমন হস্তীজাতির অনেক প্রকার হস্তীর কঙ্কাল পাওয়া যায়। সাইবেরিয়ার বরফের ভিতর পূর্বকালের বহু মৃতদেহ পাওয়া যাইতেছে। সেই সকল হাতীর কাহারও গায় লোম রহিয়াছে, কাহারও চতুর্দন্ত ছিল। এই সকলকে অতিকায় হস্তী (Mammoth Elephant) বলে।

অশ্বের বিষয় বলিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে গবাদি পশুদিগের খুর বিভক্ত ও মস্তকে শৃঙ্গ আছে। অশ্বাদির খুর নিরেট ও মস্তকে শৃঙ্গ হয় না, যদিও উভয়ই তৃণভোজী শ্রেণী।

অশ্বকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এক্ হইল মালটানা অশ্ব, ইহারা নিম্ন শ্রেণীর ; অপর হইল সোয়ারী অর্থাৎ আরোহণের উপযোগী অশ্ব। মালটানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বের (যাহাকে পারস্য ভাষায় 'ইয়াবু' বলে) বুদ্ধি তত প্রখর হয় না কিন্তু সোয়ারী অশ্ব বা আরোহীর ব্যবহার্য অশ্বের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ভিন্নরূপে ব্যবহৃত ও মনুষ্য কর্তৃক ভিন্নকার্যে নিয়োজিত হওয়ায় এক জাতির বুদ্ধি প্রখর হইয়াছে ও অপরজাতির বুদ্ধি খর্ব হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ আরোহণ-শ্রেণীভুক্ত অশ্বের কথা বলিতেছি। অশ্ব ও গর্দভের ভিতর প্রথম পার্থক্য হইতেছে যে গর্দভ এক পাড়ায় পাঁচ বৎসর বাস করিলেও নিজের দিকের গলি ও আবাসস্থান নির্ণয় করিতে পারে না। অশ্ব কিন্তু কয়েক বৎসর পর পূর্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে নিজ আবাস স্থান নির্ণয় করিয়া লয়।

এইস্থানে অশ্বের কয়েকটি মনোবৃত্তির কথা বলিতেছি। অশ্ব সর্ববিষয়েই অনুসন্ধিৎসু। নূতন কোন বস্তু দেখিলেই তাহার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছুক। আমি পারস্য দেশে একটি অশ্বে আরোহণ করিতাম, সে সর্বদাই আমাকে এইরূপ বিরক্ত করিত। একদিন একটি পান চাক্কীর (জলের স্রোতে গম ভাঙ্গার যাঁতাকল) নূতন রকমের আওয়াজ শুনিয়া ও তাহা দেখিয়া অশ্ব আর চলিল না। সেইদিকে যাইয়া মুখ বাড়াইয়া প্রত্যেক জিনিস দেখিতে লাগিল। শিশু-বালকের ন্যায় তাহাকে সব জিনিস বুঝাইতে হইল। অবশেষে সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া নাচিল এবং গন্তব্য স্থানে চলিল। কিছুদিন পর দ্বিতীয়বার সেইস্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসায় অশ্ব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ কান ও মুখ ফিরাইয়া শব্দের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল কিন্তু যখন তাহার মনে পড়িল যে উহা পূর্বদৃষ্ট বস্তু তখন সে মাথা নাড়াইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া নাচিয়া গন্তব্যস্থলে পেঁাছিল। এইরূপে প্রত্যেক নূতন জিনিস দেখিলে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইত। তাহা না হইলে সে অগ্রসর হইত না। শিশুর মত তাহার আচরণ ছিল। যে জিনিসটি নূতন দেখিবে, তাহার বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এইটি আমি উচ্চ শ্রেণীর অশ্বের ভিতর সর্বদাই দেখিতাম। অপর একটি কথা অশ্ব সহিস বা রক্ষীর তত অনুগত নয় কিন্তু আরোহীর নিতান্ত অনুগত। সহিস বা রক্ষী যদি অশ্বকে মারিত বা কটু ভাষায় ভর্ৎসনা করিত বা আহারাদি কম করিয়া দিত, সেই সমস্ত কথা সে আরোহীকে বলিয়া দিত। পারস্য দেশে অপরাহ্নে আমি একদিন আস্তাবলে যাই। অশ্বটির গায়ে হাত বুলাইতে সে মহা অভিমান করিয়া আমার কাঁধের উপর গলা রাখিয়া অনবরত কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে গলার আওয়াজ বিভিন্ন করিয়া এবং পিছনের পা সহিসের দিকে দেখাইয়া মনের নানা ভাব দেখাইতে ও বুঝাইতে লাগিল। বুঝিলাম সহিসটি তাহাকে প্রহার করিয়াছে, কটু কথা বলিয়াছে ও আহারাদিও কম করিয়া দিয়াছে। অপর দু'একটি ব্যক্তি, যাহারা সম্মুখে ছিল, তাহাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সমস্ত কথা মিলিয়া গেল অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহিসটি সত্যই তাহার উপর উৎপীড়ন করিয়াছে। অবশেষে এক ডেলা মিছরী অশ্বটির মুখে দেওয়ায় তাহার অভিমান গেল। সে নাচিতে লাগিল এবং আনন্দিত হইয়াছে এইরূপ কণ্ঠস্বর করিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে অশ্ব আরোহীর যত অনুগত, রক্ষীর তত নয়। অশ্বের পৃষ্ঠে নূতন বা পুরাতন আরোহী বসিলে তাহাকে প্রথমে পৃষ্ঠে লইতে অস্বীকার করে। যদি বুঝিতে পারে যে আরোহী আরোহণ করিতে জানে না অর্থাৎ কিরূপে পৃষ্ঠের উপর পা রাখিতে ও লাগাম ধরিতে হয় সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাহা হইলে আরোহীকে অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছামত চলিয়া যায় এবং নূতন আরোহীকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু যদি বুঝিতে পারে যে আরোহী অশ্ব সঞ্চালনে নিপুণ তাহা হইলে কিছুক্ষণ পর আরোহীর আদেশ মানে। এমন দেখা গিয়াছে যে পুরাতন আরোহী অপসৃত হইলে অথবা অশ্বকে অপরের নিকট বিক্রয় করা হইলে সে নূতন আরোহীকে আর পৃষ্ঠে লইল না এবং আহারাদিও করিল না। অবশেষে অল্পদিন পর প্রাণত্যাগ করিল। অশ্ব অতিশয় অভিমানী। ইহার সহিত সর্বদাই মিষ্টভাবে ও সম্মানসূচক ভাবে কথা কহিতে হয়। একটু রূঢ় ভাবে কথা কহিলে বড় অভিমান বোধ করে। উচ্চশ্রেণীর অশ্বকে কখন প্রহার করিতে নাই, তাহা হইলে তাহার সম্মানের হানি হয়। এমন কি সে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। পশু-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগের ভিতর আত্মহত্যা কেবল অশ্বের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য পশুতে ইহা লক্ষিত হয় না। অশ্বের অতিশয় উপস্থিত বুদ্ধি। আমি একবার অশ্বারোহণে দ্রুতভাবে এক মাঠ দিয়া যাইতেছিলাম। সম্মুখে একটি নালা, তাহার উপর কয়েকখানি লম্বা কাঠ দিয়া একটি সেতু তৈয়ারী হইয়াছে। এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হইল। আমি পরের গ্রামে যাইব। অশ্বটি সেই সেতুর নিকটে যাইয়া একেবারে ভয় পাইয়া পিছন দিকে হটিয়া আসিল, আবার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নাসিকা দিয়া ঘ্রাণ লইতে লাগিল। আবার হঠাৎ পিছন দিকে ফিরিয়া আসিল, যেন ভীত হইয়াছে, যেন আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করিতেছে না। আমি তখন অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া লাগামটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম, মাটির উপরে যদিও ঘাস রহিয়াছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত ইঁদুরের গর্ত। আমি পা দিয়া ঠুকিতে সমস্ত ইঁদুরের গর্ত ভাঙ্গিয়া গেল। তখন অশ্বটি একবার মাটি শোঁকে ও একটি করিয়া পা দেয়। এইরূপে সেই স্থানটি অতিক্রম করিবার পর আমি পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। অশ্বটি যেন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে এইরূপ ভাব দেখাইয়া তখন দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল।

আর একটি উপাখ্যান বলি। ইংরাজদের অশ্বজিনের উপর বা আরোহীর আসনের উপর সম্মুখের দিকে একটি কাঠি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে না। পাঞ্জাব হইতে এশিয়ার সকল স্থানে জিনের সম্মুখে একটি উচ্চ কাঠি বা কাষ্ঠ থাকে, ইহাকে ইংরাজীতে 'পমেল' (Pommel) বলে। একবার আমি দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে বেকায়দায় অশ্বের সম্মুখে উল্টাইয়া পড়ি। পায়ে রেকাব জড়াইয়া গিয়াছে। বাঁহাতের ছাতা মাথার উপর ধরিয়াছি, ডানহাতে লাগাম অথচ অশ্বের স্কন্ধের দিকে উল্টাইয়া পড়িয়াছি অর্থাৎ কাষ্ঠের বা 'পমেলের' এর সামনের দিকে পড়িয়াছি। যেমনি আমি বেকায়দায় পড়িয়াছি, দ্রুতগামী অশ্ব তখনই স্থির হইয়া গেল। সঙ্গের আরোহীরা আমায় সাহায্য করিতে আসিল কিন্তু অপরের সাহায্যগ্রহণ হীনতা হইবে এইজন্য আমি কাহারও সাহায্য লইলাম না। অবশেষে ছাতাটি মুড়িয়া বগলে রাখিয়া অশ্বপৃষ্ঠে দুই হাত দিয়া কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া 'পমেল' বা কাঠি অতিক্রম করিয়া পুনরায় জিনের উপর বসিলাম এবং পায়ে রেকাব সংযোগ করিয়া লইলাম। তখন অশ্বকে ইসারা করায় সে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। অশ্বের কিরূপ উপস্থিত বুদ্ধি ও উহারা আরোহীর কিরূপ অনুগত হয়, ইহা তাহারই একটি নিদর্শন।

অশ্ব হইল গোষ্ঠীবদ্ধ পশুশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে সকল পশু তৃণভোজী, তাহারা গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। অপর যে সকল পশু মাংসভোজী, তাহারা বিচ্ছিন্ন বিচরণকারী। ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন ভাবে আহার্য অন্বেষণ করিয়া থাকে; সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ইহারা কার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে না। এই হইল সাধারণ নিয়ম। তবে নেকড়ে বাঘের কথা আলাদা—ইহারা ফলও খাইবে, পূতিগন্ধ মাংসও খাইবে। ইহারা শৃগাল, কুকুর বিশেষ। এইজন্য ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকে।

অশ্ব স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে মহাভীত হইয়া পড়ে। আমি একবার সার্থবাহদলের সহিত এক পাহাড় জঙ্গল দিয়া যাইতেছিলাম। তাহারা মাল লইয়া অপর দেশে যাইতেছিল। অশ্বের সংখ্যা প্রায় দেড় শত হইবে। রাত্রে পাহাড়ের উপর অতিশয় বরফ পড়ায় আমি একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যাই। শেষ রাত্রে দেখি পাহাড়ের একধারে গুটি কয়েক জংলি লোক আগুন জ্বালিয়া তাপ পোয়াইতেছে। অতিশয় বরফে ক্লিষ্ট হওয়ায় আমি অশ্ব হইতে নামিয়া জংলীদের কাছে আগুন পোয়াইতে লাগিলাম। কিন্তু সার্থবাহদলটি অবিলম্বে চলিয়া গেল। একটু ফর্সা হইলে আমি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম দুইটি পথ। একটি পাহাড়ের উপর দিয়া জঙ্গলের ভিতর যাইতেছে, অপরটি পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া নিম্নদেশের জঙ্গলের ভিতর যাইতেছে। আমি একা কোন্ পথে যাইব তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিম্নদিকের পথে জঙ্গলের ভিতর বাঘ থাকিতে পারে মনে করিয়া উপরকার পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। অশ্বটি আমার নির্দেশমত উপরকার পথ দিয়া চলিতে লাগিল ও মাটি শুঁকিতে লাগিল ও মুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

উঁচু করিয়া হাওয়া শুঁকিতে লাগিল এবং কান খাড়া করিয়া সার্থবাহদলের ঘণ্টার আওয়াজ শুনিতে প্রয়াস করিতে লাগিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প্রায় তিন মাইল অগ্রসর হইলাম। অশ্বটি শঙ্কিত চিত্তে পদক্ষেপ করিতে লাগিল। অবশেষে দেখিলাম যে পথ আর পাইতেছি না। আমি একটু শঙ্কিত হইলাম। অবশেষে অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তাহাকে বলিলাম যে আমি নিজে পথ চিনিতে পারিতেছি না, তুমি নিজে পথ দেখাইয়া চল। সে মাটি শুঁকিয়া শুঁকিয়া আবার দুই মোহনার কাছে আসিল অর্থাৎ যেস্থানে উপরকার ও নীচেকার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে সেইস্থানে আসিল এবং হাওয়া ও মাটি শুঁকিতে লাগিল। তখন বেশ ফর্সা হইয়াছে। তাহার পর একটু শঙ্কিত ভাবে পদক্ষেপ করিয়া নীচের পাহাড়ের দিকে নামিতে লাগিল এবং অনবরত কান খাড়া করিয়া ঘ্রাণ লইতে লাগিল। তাহার পর খানিকটা যায় ও আওয়াজ করে এবং শঙ্কিত চিত্তে চারিদিক দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহার পর খানিকটা নামিয়া সার্থবাহদলের ঘণ্টার আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল। তখন অশ্বটি দ্রুতবেগে দৌড়াইল এবং দলকে দেখিতে পাইল। তখন সে দ্রুতবেগে যাইয়া যে কয়টি অশ্ব তাহার সঙ্গী অর্থাৎ বন্ধু-বিশেষ সেই চার পাঁচটি অশ্বের সম্মুখে যাইয়া প্রথমতঃ একটু নাচিল, তাহার পর তাহাদের সহিত ঠোঁটে ঠোঁট মিলাইল এবং ঠোঁট তুলিয়া দাঁতে দাঁত মিলাইয়া মুখচুম্বন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল এবং পরস্পরের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পুনরায় পাশাপাশি চলিতে লাগিল। আমিত দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে মানুষের ন্যায় ইহাঁদেরও সকল প্রবৃত্তি রহিয়াছে।

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে আমি যখনই পাহাড় জঙ্গল দিয়া যাইতে যাইতে পথ ভুলিতাম বা বরফেতে পথ নির্ণয় করিতে পারিতাম না তখনই লাগামটা ফেলিয়া দিতাম। অশ্বের কখনও দিগ্‌ভ্রম হয় না। সে নিজে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঠিক পথ দিয়া লইয়া যাইত। অশ্ব ও কুকুরের ভিতর এই শক্তিটি আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি এবং তাহারা আমাকে অনেক সময় পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে।

অশ্ব বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ। একসঙ্গে চার পাঁচটি অশ্ব ছুটাইয়া আমরা মাঠে চলিয়াছি। তাহাদের পরস্পরে জেদ হইল যে কে আগে যাইবে এবং যে অশ্বটি আগে যাইতে পারিল, সে ফিরিয়া অপর অশ্বের দিকে মুখ ফিরাইয়া উল্লাস ও বিদ্রূপ করিতে লাগিল অর্থাৎ সে জিতিয়াছে, অপরে পিছনে পড়িয়াছে, ঠিক এই ভাবটি প্রকাশ করিল। ছোট ছেলেরা দৌড়-এ হারাইয়া দিলে যেমন করে, অশ্বও ঠিক সেরূপ করে। আমি এ সকল দেখিতাম ও হাসিতাম—ঠিক যেন মানুষের প্রবৃত্তি।

আমি আর একবার একটি অশ্বে চড়িয়া একটি বেলে মাঠ পার হইতেছিলাম। ঠিক কাঁকড়ও নয়, ঝুড়ো বালিও নয়, ঠিক এইরূপ মাঠ। ভোর হইতেই চলিতেছিলাম, কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকালয় ও জল পাইলাম না। বেলা তখন প্রায় পাঁচটা হইয়াছে। আমার বড় জলতৃষ্ণা পাইল, তখন আর থাকিতে না পারিয়া অশ্ব হইতে নামিলাম এবং তাহার কাঁধে হাত দিয়া গলা ও পিঠ চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, "আমার ত বড় জলতেষ্টা পেয়েছে, তোমারও ত এরূপ তেষ্টা পেয়েছে, সকাল থেকে একটু জল পাইনি, আর ত তেষ্টায় থাক্‌তে পাচ্ছিনা। জল কোথায় পাওয়া যাবে?" এইরূপ ঠিক মনুষ্যবন্ধুর ন্যায় কথা কহিতে লাগিলাম। অশ্বটি কান পাতিয়া সকল কথা শুনিল। তাহার পর সে মুখ তুলিয়া চারিদিকের হাওয়ায় নিশ্বাস লইতে লাগিল। মিনিট কতক নিশ্বাস লইয়া আনন্দে শব্দ করিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিল, "শীগ্‌গীর উঠে পড়, জলের ঠিক পেয়েছি।" আমি তখনই তাহার উপর উঠিয়া বসিলাম এবং সে এত দ্রুত দৌড়াইতে লাগিল যে ঠিক পক্ষী যেন শূন্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে। অবশেষে আট নয় মাইল এরূপ দ্রুতবেগে যাইয়া একটি স্রোতস্বতীতে পৌঁছাইলাম। অশ্বটি তথায় গিয়া থামিয়া আমায় ইঙ্গিত করিল, "এবার জল পান কর।" তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সে একদিকে ও আমি একদিকে জল পান করিতে লাগিলাম। এইরূপে অশ্বটি আমাকে সেইদিন তৃষ্ণা হইতে বাঁচাইয়াছিল।

বাঘ বা হিংস্র জন্তু বা ডাকাতপ্রকৃতির লোক সন্নিকটে থাকিলে অশ্ব আরোহীকে সতর্ক করিয়া দেয় এবং সম্মুখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুটি পা তুলিয়া সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে মারিতে যায়। ইহা আমি এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছি। আমি কয়েকবার এরূপ দেখিয়াছি এবং ডাকাত এরূপ বিপদ দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে। কুকুরেরও আমি ঠিক এরূপ দেখিয়াছি।

ভারতবর্ষে অশ্বকে চাবুক মারে, মাল টানায় ও গালি দেয়। এইজন্য ইহাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় না। অশ্বের মান অপমানের জ্ঞান বড় বেশী। এজন্য পারস্য ও আরব দেশে অশ্বকে মারে না এবং মনুষ্যবন্ধুর ন্যায় তাহাদের সহিত আচরণ করিয়া থাকে। এজন্য ঐ সকল দেশের অশ্বের বুদ্ধি প্রখর হয়। আমি যেসকল উপাখ্যান বলিলাম, ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে তাহা আশ্চর্য বোধ হইবে। কারণ ভারতবর্ষের অশ্ব নিম্নশ্রেণীর, আরব ও পারস্য দেশের অশ্ব উচ্চ শ্রেণীর।

ভারতবর্ষে এখন ইংরাজী প্রথানুযায়ী অশ্বের খুর কুড়িয়া দিয়া ধারেতে একটি লোহার পাত দেয়, তাহাকে 'নাল বন্দী' বলে। পূর্বে পাঞ্জাবে ও উত্তর ভারতবর্ষে অন্যরূপ প্রথা ছিল, অশ্বের পায়েতে একখানা মোটা লোহার পাত দিত এবং লোহার পাতের মাঝখানেতে একটা গর্ত থাকিত। অশ্বের খুরের মাঝখান থেকে একটা ঢের্‌লার মত বাহির হয় অর্থাৎ মাঝখান হইতে একটি হাড় পরিবর্ধিত হয়। লোহার পাতের মাঝ দিয়া সেই অংশটুকু বাহির হইয়া পড়িত এবং সেই অংশটুকু কাটিয়া দিলেই ঘোড়ার খুর ঠিক থাকিত। মিশর দেশ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

সমস্ত এসিয়া দেশ পর্যন্ত আমি দেখিলাম যে অশ্বের পায়ে একটা লোহার পাত লাগাইয়া দেয় ও তাহাতে একটা গর্ত রাখা হয়। ইহার কারণ দেখিলাম যে মাঠে ও পাহাড়ে অনেক পাথরের কুচি ও টুকরা থাকে। অশ্বের খুরের ভিতর তাহা বিঁধিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। সেজন্য ঘোড়ার খুরে পাত দিয়া দেয়। পাঞ্জাবে ও হিন্দুস্থানেতে পূর্বে এই প্রথা ছিল, কিন্তু পাথরের দেশে ঘোড়ার পা এরূপ কুরিয়া দিলে অর্থাৎ গর্ত করিয়া দিলে পাথরের টুক্‌রা পায়ে বিঁধিয়া যাইয়া অশ্বের পা জখম হইবার সম্ভাবনা। এজন্য সমস্ত এসিয়াতে ইংরাজী প্রথার নালবন্দীকে অতিশয় বিদ্রূপ করা হয়।

ভাল জাতের অশ্বকে যেরূপ শেখান যায়, অল্প সময়েতে তাহা শিখিয়া ফেলে অর্থাৎ যেরূপ ভাবে চলিতে হইবে, দৌড়াইতে হইবে, দুই চার দিন দেখাইয়া দিলেই শিখিতে পারে। অশ্বের শিখিবার ক্ষমতা অতি আশ্চর্য এবং নিজের প্রাণ দিয়া অনেক সময় সে আরোহীকে বাঁচায়। অশ্ব কখন্ নালা বা জলপ্রণালী ডিঙ্গাইবে, কখন্ বা দ্রুতবেগে পাহাড়ের উপর উঠিবে ও নামিবে, ঠিক পূর্বাহ্নেই তাহা আরোহীকে সতর্ক করিয়া দেয়। আমি এইরূপ ইঙ্গিত পাইয়া পূর্বেই নিজেকে সামলাইয়া লইতাম। ভারতবর্ষের অশ্ব দেখিয়া অপর দেশের অশ্বের ব্যাপার বুঝা যায় না। ভারতবর্ষের গরু খুব শ্রেষ্ঠ কিন্তু অশ্ব তদ্রূপ ভাল নয়। আমি বলিতেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণ গাড়ীটানা অশ্বের কথা কিন্তু জিন সোয়ারীর অশ্ব অন্যপ্রকার হয়।

পারস্যদেশে উচ্চশ্রেণীর অশ্ব বিক্রয়ের এক সুন্দর প্রথা আছে। অশ্বের একটি বাচ্ছা লইয়া আসিল এবং সেই বাচ্ছা অশ্বের বংশ-পরিচয় বা কুলজি শ্রোতাকে অর্পণ করিল। সেই কুলজি বা বংশ-পরিচয় পত্রিকার উপর বাচ্ছা অশ্বের দর নির্ণয় হইল। কারণ নামী অশ্বের বংশ-পরিচয় অনেকেই বিদিত থাকেন। তাহার পর অশ্বের লক্ষণাদি সমস্ত দেখিল—তেজী বা নির্জীব বাচ্ছা দেখার জন্য বুকে টোকা মারিল, হাঁটুতে, পায়ের খুরেতে টোকা মারিল, গ্রীবা উন্নত কি নিম্ন তাহা দেখিল; চক্ষুর দৃষ্টি, মুখ ও পুচ্ছ দেখিল। এই সকল লক্ষণ সুলক্ষণ নির্ধারিত হইলে অশ্বের দর নির্ধারিত হয়। তাহার পর বিক্রেতা সেই শিশু অশ্বটির ডান কানে সামান্য ভাবে একটু কাটিয়া দেয় এবং একটা খড় লইয়া দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দেয় অর্থাৎ অশ্বশিশুটির উপর তাহার আর কোন স্বত্ব রহিল না। বাংলাদেশে আগে যখন ছোট শিশুকে পোষ্যপুত্র দেওয়া হইত তখন শিশুর মা আগে একটা কুটো দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া নূতন মায়ের কোলে অর্পণ করিত। এই সকল হইল এশিয়ার পুরাতন প্রথা, এজন্য এস্থলে উল্লেখ করিলাম। কারণ পারস্যদেশের সহিত ভারতবর্ষের অনেক প্রথার সৌসাদৃশ্য আছে।

অশ্বারোহণের প্রথা বহুপ্রকার আছে। আমি এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় তীব্র অশ্বারোহী ছিলাম এবং জিন লাগাম ব্যতীত পৃষ্ঠ-দেশে হাত রাখিয়া অশ্বচালনা করিতে পারিতাম। কিন্তু গ্রন্থে নির্দেশ লিখিলে তাহা কেহ শিখিতে পারে না। ইহা অপর ব্যক্তির নিকট শিখিতে হয়। এজন্য এস্থলে সে সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না।

পূর্ব পৃষ্ঠায় অশ্বের কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতেছে অশ্বের মনোবৃত্তি কিরূপ হয়। প্রথম দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যের মনোবৃত্তি ও অশ্বের মনোবৃত্তির মধ্যে নিম্ন অবস্থায় অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল উচ্চ অবস্থায় মনুষ্য অশ্ব হইতে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। স্থূল স্নায়ুর যত প্রক্রিয়া আছে, সমস্তই মনুষ্য ও অশ্বের এক প্রকার। কেবল সূক্ষ্ম স্নায়ুতেই পার্থক্য। ইউরোপীয় ধর্মযাজকরা একটি কথা উত্থাপন করিয়াছেন যে পশুর বুদ্ধিকে instinct বলে এবং মনুষ্যের বুদ্ধিকে intelligence বলে। এই উক্তির যে কোন সার্থকতা আছে তাহা প্রমাণ হয় না। কেবল যাজকের উক্তি এইমাত্র বলা যায়। কারণ উভয় শ্রেণীর ভিতর একই প্রকার মনোবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। নিম্ন শ্রেণীর স্নায়ুতে বা নিম্ন অবস্থাতে উভয় শ্রেণী একই, বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইউরোপীয় দার্শনিকেরা আর একটি কথা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহারা বলেন সংবেদ বা অনুভূতিবাহী স্নায়ু (Sensoriousness অর্থাৎ Sensory Nerve) দিয়া পশুরা কাজ করে এবং তাহাদিগের বিচার বুদ্ধি (Judgement and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

reasoning) এই দুই প্রক্রিয়া নাই অর্থাৎ বিচার বুদ্ধি ও নির্দ্ধারণ শক্তি এই দুটি নাই। তাঁহারা বীবর (Beaver) ও মূষিকের উদাহরণ দেন অর্থাৎ বীবর ও মূষিক জলাশয়ের নিকট যাইলেই নিজের বংশানুযায়ী নিজের আবাসস্থান নির্ম্মাণ করে। মৌমাছি ও বোল্‌তা নিজেদের প্রথানুযায়ী আবাস স্থান নির্ম্মাণ করে। তাহাদিগের পরিবর্তন করিবার কোন শক্তি নাই, আবার মনুষ্যের ভিতরও কতকগুলি স্বয়ংগতিশীল স্নায়ু (Automotic Nerve) আছে, যথা হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু, প্লীহা ও যকৃতের স্নায়ু ইত্যাদি। এই প্রশ্ন বিচার করিলে অন্যপ্রকার মীমাংসায় উপনীত হইতে হয়। হঠযোগীরা ইচ্ছানুযায়ী হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুর ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে পারেন এবং তদনুযায়ী প্লীহা ও যকৃতের স্নায়ুর প্রক্রিয়া সমস্তই পরিবর্তন করিতে পারেন।

হঠযোগীরা ইচ্ছামত শরীরের সমস্ত স্থূল স্নায়ুর প্রক্রিয়া পরিবর্তন করিতে পারেন। এমনকি অগ্নিক্ষেত্রের উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারেন অথচ চরণের নিম্নস্তর আক্রান্ত হয় না। সুতরাং স্বয়ংগতিশীল স্নায়ুর তুলনা সর্বত্র প্রযোজ্য নহে। স্বয়ংগতিশীল স্নায়ু হইল বহুকাল ধরিয়া এক স্নায়ুতে সমভাবে শক্তি সঞ্চালন করায় বিনা আয়াসে ও বিনা চিন্তায় সেই স্নায়ুর প্রক্রিয়া হওয়া। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সেই স্নায়ুতে বিশেষরূপে শক্তি সঞ্চালন করিতে হইয়াছিল। এইজন্য স্বয়ংগতিশীল স্নায়ু এই শব্দটি মনুষ্যদেহে সর্বত্র চলে না, এমন কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশুদেহেতেও সর্বত্র প্রযোজ্য হয় না। এই স্বয়ংগতিশীল স্নায়ুকে পক্ষান্তরে বা রূপান্তরে Sensoriousness বা Sensory Nerve বলা হইয়াছে। এই বিষয় গবেষণা করিলে বেশ দেখা যায় যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর স্নায়ুপুঞ্জ তদ্রূপ পরিবর্ধিত হয় নাই। সেজন্য সাপেক্ষভাবে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শক্তির প্রক্রিয়ানুযায়ী কার্য করিয়া থাকে। কিন্তু যদি বাহ্যিক শক্তির পরিবর্তন হয় তাহা হইলে আভ্যন্তরিক শক্তির পরিবর্তন হইবে। কারণ এক শক্তি অপর শক্তির উপর নির্ভর করে। ইহাকে সাপেক্ষ (Interdependent) ভাব বলা হয়। নিরপেক্ষ (Non-interdependent) ভাব নহে। বীবর, মূষিক, মধুমক্ষিকা ও বোল্‌তা (ক্ষৌদ্র), ইহাদিগের স্নায়ু বিশেষ পরিবর্ধিত হয় নাই বলিয়াই ইহাদের ক্রিয়াকে Sensoriousness বলা হয় কিন্তু ইহা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রযোজ্য নহে।

এখন অশ্বের কথা আলোচনা করা যাক। ক্রমবিকাশবাদ অনুযায়ী সমস্ত জীব গতিশীল। কোন প্রাণী স্থিতিশীল নহে। নিম্নস্তর হইতে সকল প্রাণী বহু কল্পের আয়াসে ও পারিপার্শ্বিক শক্তির তারতম্যে উচ্চস্তরে উপনীত হইয়াছে। মনুষ্য এইরূপ সামান্য জীবাণু হইতে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে। অশ্বের এখন যে অবস্থা ইহা যে ভবিষ্যৎ কল্পে এরূপ অবস্থায় থাকিবে একথা নির্ধারিত করিয়া বলা যায় না। কারণ ক্রমবিকাশবাদ অনুযায়ী বৃদ্ধিও হইতে পারে, হ্রাসও হইতে পারে এবং অশ্বও সামান্য প্রাণী হইতে বহু কল্পের আয়াসে এই অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছে। এই সকল হইল মতবাদের বিচার। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে কার্য করিলে কিরূপ হয় তাহাই বিবেচনা করা উচিত। যদি অশ্বের স্নায়ুর সহিত সমজাতির কোন উচ্চ-শ্রেণীর জীবের স্নায়ু সংযোজিত করা হয় তাহা হইলে ইহা কিরূপ হয় তাহা বিবেচনার বিষয়। কারণ ইহা দেখা যাইতেছে যে উদ্ভিদ্ ও ফলের ভিতর অপর স্নায়ু সংযোগ করিলে নূতন উদ্ভিদ্ ও ফল হয়। ইহাকে কলম করা (engrafting) বলা হয়। সার (Manure), ইহাও এক প্রকার আহার্য বস্তু বা স্নায়ু-প্রক্রিয়া নূতনভাবে সঞ্চালনের সহায়ক। এই প্রথা যখন উদ্ভিদ্ এবং মনুষ্যের ভিতরও পরিলক্ষিত হয় তখন অশ্বের ভিতরও স্নায়ু-সংযোগ প্রক্রিয়ায় অন্য প্রকার প্রাণী হইতে পারে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। বানর ও বনমানুষের বিষয় যে নিয়ম পরিলক্ষিত হইতেছে, অশ্বের ভিতরও সেই নিয়ম দেখা যাইতেছে। ইহাও গবেষণা ও পরীক্ষার বিষয়ীভূত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

উপসংহার

এই উপসংহারে ইহা বক্তব্য যে প্রত্যেক বিদ্যাপীঠ বা জেলাতে একটি করিয়া উদ্ভিজ শিক্ষা উদ্যান (Botanical garden) থাকিবে। অপর একটি কথা—অনুরূপ একটি পশু-তত্ত্ব উদ্যান (Zoological garden) থাকিবে।

এই উদ্ভিজতত্ত্ব উদ্যানে পুরুষ ছাত্র অপেক্ষা কন্যকার সংখ্যা অধিক রাখা আবশ্যক। এই উদ্ভিজ উদ্যানের সার্থকতা হইল যে কন্যকরা নানাবিধ রাসায়নিক বিষয় শিখিতে পারিবে। রসায়ন বা Chemistry চারি প্রকার—বৈজ্ঞানিক রসায়ন (Theoretical Chemistry), ঔষধ রসায়ন (Medical Chemistry), ব্যবসায়িক রসায়ন (Commercial Chemistry) এবং সাংগ্রামিক রসায়ন (Military Chemistry)। কন্যকরা ও পুরুষছাত্ররা নানারকম উদ্ভিজ সংমিশ্রণ করিয়া নূতন প্রকার উদ্ভিজ উৎপন্ন করিবে। ফল ও ফুল নানাপ্রকার করিবে এবং রাসায়নিক পদার্থ নূতন রকম সৃষ্টি করিবে।

এইস্থলে দুটি কথা বলা আবশ্যক। এইরূপ বিদ্যাপীঠে প্রবেশকালে ইউনিভারসিটি সার্টিফিকেটের আবশ্যক নাই। সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার ন্যায় স্থানীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাকে গ্রহণ করা হইবে।

আর একটি কথা ছাত্রীদের ভিতর উৎসাহ ও আগ্রহ উদ্ভূত করিবার জন্য মাসিক বৃত্তি দেওয়া আবশ্যক। জাতিকে উন্নয়ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য Sinking Fund-এর ব্যবস্থা করিয়া তাহা হইতে এরূপ কার্যের জন্য বৃত্তি দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

এখনকার দিনে মন্দিরের কোন আবশ্যক নাই। জাতির যাহাতে উন্নয়ন হইতে পারে এইরূপ কার্য করা আবশ্যক। কন্যকরা পরীক্ষোত্তীর্ণা হইলে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী পাইবে এবং রসায়ন বিভাগে চাকুরী পাইবে।

আর একটি কথা—পশুশালা বিদ্যাপীঠ আবশ্যক। অতএব প্রত্যেক পশুশালাকে কলেজে পরিণত করিতে হইবে। মনুষ্য-শরীরে বানরের স্নায়ু সংমিশ্রণ করিলে অনেক প্রকার পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তদ্রূপ ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জী—এদের শরীরে মনুষ্যের স্নায়ু সংমিশ্রণ করিলে মনুষ্য সদৃশ্য কোন প্রকার জীব হইবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। পশুদিগের বসা (চর্বি) বা স্নায়ুতে কি কি পরিবর্তন হয় তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক। এইসব বিষয়ে বিশেষ অনুধাবন করা আবশ্যক। ইহা বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়।

এই সমস্ত কলেজে কন্যকার সংখ্যা বেশী থাকিবে। এ সব কলেজেও কন্যকাদিগকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে কোন প্রকারে বহুভাবে জাতির উন্নয়ন করা আবশ্যক। মন্দিরের কোন আবশ্যক নাই। এসকল বিষয় চিন্তার বিষয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে এবং ইহা যাহাতে কার্যে পর্যবসিত হয় তাহার প্রয়াস করিতে হইবে। এরূপ ভাবে কার্য করিলে জাতির উন্নতি হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi